NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ দেবী অন্নপূর্ণার পুজো করলে থাকবে সুখ-শান্তি, থাকবে না অন্নাভাব!

নির্বাচনী বন্ড নিয়ে বিরোধী দলগুলো অপপ্রচার করছে: প্রধানমন্ত্রী ৭

কলকাতা ১৬ এপ্রিল ২০২৪ ৩ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.4.2024, Vol.17, Issue No. 304, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

এবার রাহুল গান্ধির কপ্টারে তল্লাশি নির্বাচনী আধিকারিদের

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাহুল গান্ধি। পরপর দু-দিনে তল্লাশি চালানো হল দুই বিরোধী নেতার হেলিকপ্টারে। সোমবার সকালে তামিলনাড়ুতে নামে রাহুলের কপ্টার। সেখানেই কপ্টারে তল্লাশি চালান নির্বাচনী আধিকারিকরা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ওয়েনাড় থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাহুল। আগামী ২৬ এপ্রিল কেরলের ওই কেন্দ্রে নির্বাচন। সেই জন্যই সোমবার নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। সেখানে জনসভা ছাড়াও আরও অনেক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। কিন্তু ওয়েনাড়ে যাওয়ার পথেই তামিলনাড়ুর নীলগিরিতে নামে রাহুলের কপ্টার। সেখানেই কপ্টারে তল্লাশি চালান নির্বাচনী আধিকারিকরা। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, নির্বাচন কমিশনের ফ্লাইং স্কোয়াডের সদস্যরা হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালিয়েছেন রাহুলের কপ্টারে।

উল্লেখ্য, গতকালই তল্লাশি চালানো হয় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টারে। বেহালার ফ্লাইং ক্লাবে ট্রায়াল রানের সময় আচমকাই কপ্টার থামিয়ে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা তল্লাশি চালান বলে অভিযোগ। অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেও বাকবিতন্ডা হয় কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের। এনিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিষেক বলেন, কপ্টারে কিছু পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, এনআইএ-র ডিজি ও এসপি-কে বদলের যে দাবি ছিল তৃণমূলের, তার পালটা হিসেবে তাঁর কপ্টার তল্লাশিতে কাজে লাগানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। লোকসভা নির্বাচনের আগেই কেন বারবার বিরোধী নেতাদের কপ্টারে তল্লাশি, উঠছে প্রশ্ন।

২৬৩ কোম্পানি বাহিনী থাকছে প্রথম দফার নির্বাচনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল প্রতিটা বুথেই দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আর এজন্য দরকার ছিল ৩৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। তবে এবার কমিশনের তরফ থেকে জানানো হল, প্রথম দফা নির্বাচনে ২৬৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন হবে। এঁরা প্রতি বুথে থাকবেন ভোটের কাজের জন্য। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছেও যাবে সব বাহিনী। ২০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন তারা। পরে আরও ২২ কোম্পানি আসবে। যদিও তা প্রথম দফার ভোটের পর। কমিশনের যুক্তি, যেহেতু একসঙ্গে বহু বুথে ভোট। ফলে সব মিলিয়ে হিসাব করেই বাহিনী রাখা হচ্ছে। এছাড়া কমিশন সূত্রে খবর, ওয়েব কাস্টিং না হলেও মাইক্রো অবসার্ভার থাকবে প্রতি বুথে।নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফায় ভোট হবে ১৯ এপ্রিল। বাংলার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে ভোট। ২৬৩ কোম্পানির মধ্যে কোচবিহারে ১১২ কোম্পানি, জলপাইগুড়িতে ৮৮ কোম্পানি ও আলিপুরদুয়ারে ৬৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার কথা।

অভিষেকের কপ্টারে আয়কর তল্লাশি নিয়ে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর রাহুল গান্ধি। পর পর দুদিন দুই বিরোধী নেতার কপ্টারে আয়কর তল্লাশি। লোকসভা ভোট প্রচারের প্রাক্কালে আয়কর দপ্তরের এই 'অতিসক্রিয়তা' নিয়ে সরব বিরোধীরা। সোমবার কোচবিহারের নির্বাচনী সভা থেকে তা নিয়ে কড়া ভাষায় তোপ দাগলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সমর্থনে রাসমেলা ময়দানের সভা থেকে তাঁর কটাক্ষ, 'অভিষেকের কপ্টারে কাল তল্লাশি চালিয়েছে। কপ্টারে নাকি সোনা, টাকা আছে। কী ভেবেছিল? কপ্টার থেকে সোনা পাবে? এসব আমরা করি না। বিমানে ওদের টাকাপয়সা আসে। ওখানে বিএসএফ, সিআইএসএফ আছে। কোনওদিন কোনও বিজেপি নেতার কপ্টারে তল্লাশি চালানোর সাহস হয়েছে তাদের?'

চব্বিশের লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে বেশি করে কাজে লাগানো হচ্ছে, এই অভিযোগে বরাবর সরব তৃণমূল। প্রায় প্রতি নির্বাচনী সভা থেকেই কেন্দ্রের সেই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের কথা মনে করাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারও কোচবিহারের সভায় মমতার বক্তব্য, 'ভোটের আগে দুয়ারে দুয়ারে সিবিআই, ইডি পাঠাচ্ছে। আইটি পাঠাচ্ছে। গতকাল অভিষেকের কপ্টারে তল্লাশি চালিয়েছে। ওখানে কী পাবে ভেবেছিল? সোনা? আমরা ওসব করি না। আমাদের টাকা, সোনা নেওয়ার দরকার নেই। কোনও দরকার হলে আমরা মায়ের কাছে হাত পাতব।'

উল্লেখ্য, এই বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল। তার ভিত্তিতে সোমবার কলকাতা দক্ষিণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের আধিকারিক অর্থাৎ ডিইও-র তরফে তিন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে। সূত্রের খবর, আলিপুর অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দপ্তর থেকে প্রথমে কুইক রেসপন্স টিমের কয়েকজন সদস্য যান। পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। তাঁরা ফিরে কমিশনে রিপোর্ট দেন। এরপর দুপুরের দিকে আরেকটি দল পাঠানো হয় কমিশনের তরফে। প্রতিনিধিরা জানান, রবিবার কপ্টার তল্লাশির বিষয়টি নিয়ে বিশদে তদন্ত করতে চান। কিন্তু তাঁদেরও ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কারণ, ঠিক তার পরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় সেখানে ঢোকে। ফ্লাইং ক্লাব থেকে কপ্টার হলদিয়ার উদ্দেশে উড়ে যায়। তবে এ বিষয়ে মুখ খোলেননি কমিশনের কোনও প্রতিনিধি।

রামনবমী নিয়ে সতর্কবার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বুধবার রামনবমী। নির্বাচনের আগে এবার রামনবমীতে রাজ্যে অশান্তির আশঙ্কা। কোচবিহারের সভা থেকে আরও একবার সতর্কবার্তা মমতার। রাজ্যবাসীর কাছে তাঁর আর্জি, 'প্ররোচনায় পা দেবেন না।' তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া সমর্থনে সোমবার কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এখানকার বিজেপি প্রার্থী গুন্ডাদের মাফিয়া। আগেরবারের শীতলকুচির মতো আবার গুলি চালিয়ে দেবে। ১৭ তারিখ ওদের হিংসা করার দিন। সকলকে বলছি, গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহকে ডাকবেন। প্ররোচনায় পা দেবেন না। ওরা হিংসা চায়। ভোট চায় না।' প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যে রামনবমীর রমরমা। বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি সাড়ম্বরে রামনবমী পালন করে কলকাতা ও জেলায়-জেলায়। রীতিমতো অস্ত্র মিছিল বের করে তারা। এই রামনবমীকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্বের তাস খেলার চেষ্টা ছিল গেরুয়া শিবিরের। কিন্তু তার আগেই মাস্টারস্ট্রোক দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞপ্তি জারি করে রামনবমীতে ছুটি দেওয়ার কথা জানায় নবান্ন। এবার আবার নির্বাচনের ঠিক আগেই রামনবমী। আর ভোটে অশান্তি এদেশে নতুন কিছু নয়।ভোটমুখী বাংলায় রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক অশান্তি তৈরির চেষ্টা করবে বলেই আশঙ্কা মমতার। আর তাই দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আগেও প্ররোচনায় পা না দেওয়ার সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন তিনি। পুরুলিয়ার প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোকে শান্তিমিছিল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রামনবমীর ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগেও কোচবিহারের নির্বাচনী প্রচার সভা থেকেও একই সতর্কবার্তা জারি করলেন মমতা।

লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রতিদিন বাজেয়াপ্ত হচ্ছে ১০০ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রতিদিন ১০০ কোটি টাকা করে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। এমনটাই দাবি নির্বাচন কমিশনের। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গত ১ মার্চ থেকে প্রতিদিন ১০০ কোটি টাকা করে বেআইনি নগদ বাজেয়াপ্ত করছে কমিশনের আধিকারিকরা।

কমিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মোট ৪ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। যা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। একটি বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন বলেছে, 'দেশের ৭৫ বছরের লোকসভা নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথম সর্বাধিক নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে কমিশন।' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোটারদের প্ররোচিত করার জন্য এই অর্থের ব্যবহার হচ্ছিল বলেও সূত্র মারফত খবর।

এদিকে লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল ফোর এম-এর বিরুদ্ধে তাদের এবারের লড়াই। ফোর এম অর্থাৎ, 'মানি পাওয়ার', 'মাসল পাওয়ার', 'মিসইনফরমেশন' এবং 'মডেল কোড অফ কডাক্ট লঙ্ঘন'। সেই কারণেই এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। ভোটে 'মানি পাওয়ার' ও 'মাসল পাওয়ার' অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 'মানি পাওয়ার' থাকলে 'মাসল পাওয়ার' তৈরি হয়। আর্থিক ক্ষমতাকে ভোটে ব্যবহার করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা যাতে কোনওভাবেই না হয়, তার জন্য একাধিক কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কমিশনের পক্ষ থেকে। তারই ফলস্বরূপ প্রথম দফা নির্বাচনের আগেই কোটি কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়া।

প্রসঙ্গত, দেশের ১৮তম সাধারণ নির্বাচন শুরু হচ্ছে আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে। ১ জুন পর্যন্ত মোট সাত দফায় নির্বাচন চলবে দেশে। আর প্রথম দফার আগেই ৪ হাজার ৬৫০ কোটি টাকার নগদ বাজেয়াপ্ত করে রেকর্ড গড়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

দাবি নির্বাচন কমিশনের

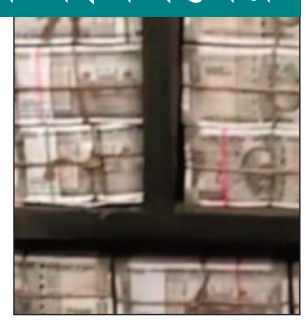

ফের বদল মুর্শিদাবাদের ডিআইজি, সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ফের এক পুলিশ কর্তাকে বদলির নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। এই নির্দেশে নাম রয়েছে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি মুকেশের। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তিনি যুক্ত থাকতে পারবেন না। এই একই পদে নতুন নিয়োগের জন্য বিকেল পাঁচটার মধ্যে তিনজনের নাম তালিকা পাঠাতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন, সূত্রের খবর এমনটাই।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ২০১৯ সালে তিনি মুর্শিদাবাদের এসপি ছিলেন। এরপর তাঁকে মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া রেঞ্জের ডিআইজি করা হয়। নির্দেশিকাতে বলা হয় এই আইপিএস-কে 'নন ইলেকশন' পদের দায়িত্ব দিতে হবে। উল্লেখ্য, মুকেশের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসক দলের হয়ে কাজ করার অভিযোগ তুলেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীরের অভিযোগ ছিল, মুকেশ পুলিশ সুপার থাকাকালীন সমস্ত থানায় যে কয়জন ওসি ছিলেন, তিনি ডিআইজি হওয়ার পর তাঁদেরই আবার থানায় নিয়ে আসেন। অধীরের অভিযোগ ছিল, তাঁরা পক্ষপাতহীন নন। এই মর্মে নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ জানান অধীর চৌধুরী। কমিশনের তরফ থেকে এই বদলির নির্দেশ আসার পরই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে চর্চা। এদিকে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মালদা-মুর্শিদাবাদে অশান্তি হলে দায় কমিশনকে নিয়ে হবে।' আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে এই মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে ডিআইজি মুর্শিদাবাদের বদল নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে তিনি বলেন, 'আজও, শুধু বিজেপির নির্দেশের ভিত্তিতে, মুর্শিদাবাদের ডিআইজি বদল করা হয়েছে। এখন যদি মুর্শিদাবাদ এবং মালদহতে ভোটে হিংসা হয়, তার দায়ভার নির্বাচন কমিশন-এর উপর বর্তাবে। কমিশনের বক্তব্যের ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের পরিবর্তন করা হয়েছে বিজেপির স্বার্থসিদ্ধির জন্য।' পাশাপাশি মমতার সংযোজন, 'যদি হিংসা হয়, তাহলে কমিশন এর জন্য দায়ী হবে। কারণ এখানে আইনশৃঙ্খলা দেখছে নির্বাচন কমিশন।' এদিন আলিপুরদুয়ারের জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে মমতা বলেন, 'আমি যদি ২৬ দিনের জন্য কৃষকদের জন্য অনশন করতে পারি, আমি ৫৫ দিনের জন্যও অনশন করতে পারি। যুদ্ধ করতে জানি। আমি কাপুরুষ নই।'

শর্তসাপেক্ষে রামনবমীর মিছিলে অনুমতি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলির শ্রীরামপুরের পর হাওড়া, রামনবমীর মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে মিছিলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তিনি স্পষ্ট জানান, ২০০ লোকের বেশি শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারবেন না। রাজ্য পুলিশকে মিছিল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে হবে। তবে না পারলে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে পারে রাজ্য। বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি সাড়ম্বরে রামনবমী পালন করে কলকাতা ও জেলায়-জেলায়। রীতিমতো অস্ত্র মিছিল বের করে তারা। এই রামনবমীকে কেন্দ্র করে গত বছর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। প্রধান বিচারপতি সে ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেন। ওই অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছর রামনবমীর শোভাযাত্রার রুট বদলের আবেদন করে রাজ্য সরকার। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ, ২০০ জনকে নিয়ে মিছিল করতে হবে। তার বেশি লোক হলে দায় নিতে হবে আয়োজক সংগঠনের পাঁচজনকে। সেই পাঁচজনের নাম পুলিশকে জানিয়ে রাখতে হবে। মিছিল থেকে উস্কানিমূলক কোনও কথা বলা যাবে না। মিছিলে অস্ত্র এবং ডিজে ব্যবহার করা যাবে না। মাত্র ২০০ জনকে নিয়ে কি মিছিল করা সম্ভব, মিছিলের নিরাপত্তা কীভাবে দেওয়া হবে, রাজ্যের তরফে সে প্রশ্নও করা হয় আদালত। সওয়াল জবাব শোনার পর বিচারপতির প্রশ্ন, 'এত কম সংখ্যক লোক নিয়ন্ত্রণ করার মতো বাহিনী নেই? নির্বাচনে গিয়েছে না কি?' মিছিল নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বলেও জানান বিচারপতি। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের তরফে বাহিনীর আর্জি জানানো হলে বাহিনীর বন্দোবস্ত করা হবে। তবে সেক্ষেত্রে রামনবমীর ২৪ ঘণ্টা আগে বাহিনী চাইতে পারবে রাজ্য সরকার।

প্রথম দফা নির্বাচন, বঙ্গ রাজনীতির ভরকেন্দ্রে ঘটেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়

শুভাশিস বিশ্বাস

এপ্রিলের প্রথমেই মিনিট কয়েকের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। এই ঝড়ের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়িতেও। ঝড়ের প্রভাব থেকে বাদ যায়নি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারও। যে ঝড় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনজীবনকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছিল, সেই ঝড়ই এক বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে।

লোকসভা ভোটের মুখে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের পালা। এমনকী, কে আগে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন তা নিয়েও চলে চাপানউতোর। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেন ওলোট-পালোট করে দেয় বঙ্গ রাজনীতির সব সমীকরণ, হঠাৎই জলপাইগুড়ি চলে আসে বঙ্গ রাজনীতির ভরকেন্দ্রে।

এদিকে এই ঘটনাকে বঙ্গ রাজনীতিতে আলাদা এক মাত্রা দেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ তাঁর বেহিসেবি মন্তব্যে। এই ঝড়ে দুর্গতদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি দেখানো তো দূর-অস্ত বরং তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গে ঝড় হয়েছে, বিজেপির ঝড়। ওখানেই তো প্রথম দফায় ভোট।' এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই তিনি ফের এক বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন, 'ঝড় হলে বা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে তৃণমূলের পোয়া বারো। তারা কামাইয়ের সুযোগ পায়। পকেটে টাকা ঢোকে তৃণমূল নেতাদের। আমরা দুর্যোগে মানুষের পাশে থাকি। কিন্তু টাকার ফিরিস্তি দিই না।' এই সব বেলাগাম বক্তব্যের জেরে বঙ্গ বিজেপি জলপাইগুড়ি বা কোচবিহারবাসীর ভোটারদের কতটা মনের কাছে পৌঁছতে পারল তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

এদিকে ঠিক উল্টো ছবি ধরা পড়ে তৃণমূলের তরফ থেকে। ঘটনার খবর পেয়ে নির্বাচনী প্রচার সভা থেকে ঘটনাস্থলের দিকে সোজা রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাঁড়ান দুর্গতদের পাশে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই মমতা বার্তা দেন, এই ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতি না করার। বরং দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানের জন্য বাংলার সমস্ত বিজেপি কর্মীদেরও আহ্বান জানান তিনি। এটাই তৃণমূল সুপ্রিমোর ইউএসপি। চিরকালই যে কোনও সমস্যায় তাঁকে দেখা গিয়েছে রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়াতে। ২০২৪-এর এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও তার ব্যতিক্রম নয়। এরই পাশাপাশি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখা যায় এই ইস্যুতে উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়াতে। শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কেন্দ্রকে বিদ্ধ করে তিনি বলেন, 'আবাস যোজনার যদি টাকা পেত,তাহলে এই মানুষগুলির মাথায় ছাদ থাকত। এই ভাবে বাড়ি ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হতে হতো না।' এদিকে আবার এরই পাশাপাশি নির্বাচনী বিধি জারি হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নিদান দেওয়া হয়, ঝড়ে দুর্গতদের আর্থিক সাহায্য করা যাবে না। এরপরই অভিষেককে দেখা গেছে এই ইস্যুতে সরব হতে। এমনকী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। অবশেষে বহু দড়ি টানাটানির পর কিছু টাকা পাঠানো সম্ভবও হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

অন্যদিকে, ৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক নির্বাচনী সভা করেন জলাপইগুড়িতেই। আর এই সভা নিয়েই বাঁকুড়ার মাটি থেকে প্রশ্ন তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা প্রশ্ন তোলেন, রবিবার জলপাইগুড়িতে সভা করলেও কেন ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে একটা কথাও বললেন প্রধানমন্ত্রী তা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মানবিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। ফলে এই ঝড়কে কেন্দ্র করে যে সব ঘটনা আবর্তিত হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে তার সামগ্রিক বিচার করলে উত্তরবঙ্গবাসীর মন নিঃসন্দেহে ছুঁয়ে গিয়েছেন মমতা-অভিষেক তথা জোড়াফুল শিবির।

যে কেন্দ্রে লড়াই করছেন যাঁরা

আলিপুরদুয়ার

প্রকাশচিক বরাইক (তৃণমূল কংগ্রেস), মনোজ টিগ্গা (বিজেপি), মিলি ওরাও (আরএসপি), পরিমল ওরাও (নির্দল),অর্জুন ইন্দওয়ার (নির্দল), রাহুল মরক (কিষাণ মজদুর সংঘর্ষ পার্টি), বিনয় মুর্মু (নর্থ বেঙ্গল পিপলস পার্টি), ববিতা বরা (গণ সুরক্ষা পার্টি), নৃপেন্দ্র নারায়ণ দেবকার্জি (কামতাপুর পিপলস পার্টি ইউনাইটেড), চন্দন ওরাও (সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট), মুনিব নার্জিনারি (বহুজন সমাজ পার্টি)

কোচবিহার

জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া (তৃণমূল কংগ্রেস), নীতীশচন্দ্র রায় (অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক), নিশীথ প্রামাণিক (বিজেপি), কমলেশ বর্মন (নির্দল), অমল দাস (নির্দল), প্রদীপকুমার রায় (কামতাপুর পিপলস পার্টি ইউনাইটেড), পিয়া রায়চৌধুরী (জাতীয় কংগ্রেস), হরেকৃষ্ণ সরকার (নির্দল), সুবোধ প্রধান (নির্দল), বিধান দাস (নির্দল), নবী বর্মন (নির্দল), কিশোর রায় (নির্দল), দিলীপচন্দ্র বর্মন (সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট), পূর্ণমোহন রায় (বহুজন সমাজ পার্টি)

জলপাইগুড়ি

নির্মলচন্দ্র রায় (তৃণমূল কংগ্রেস), জয়ন্তকুমার বর্মন (বিজেপি), দেবরাজ বর্মন (সিপিআইএম), বিনোদ মল্লিক (বহুজন সমাজ পার্টি), মানবেন্দ্র রায় (কামতাপুর পিপলস পার্টি ইউনাইটেড), রনজিৎ বর্মন (মূলনিবাসী পার্টি অফ ইন্ডিয়া), রামপ্রসাদ মণ্ডল (সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়াকমিউনিস্ট), অধীরচন্দ্র বর্মন (নির্দল), নীরদচন্দ্র অধিকারী (নির্দল), মহেশ্বর বর্মন (নির্দল), শিপ্রা রায় হাকিম (নির্দল), হরেকৃষ্ণ সরকার (নির্দল)

এদিকে আবার পাহাড়ে বিজেপির মাটি শক্ত হলেও এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে বেশ অস্বস্তিতে তারা। কারণ, একদিকে, দার্জিলিংয়ে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন বিজেপি বিধায়ক, অন্যদিকে, কোচবিহারে বেসুরো অনন্ত মহারাজ। এবারের নির্বাচনে এবার তৃণমূলকে অনেক বেশি ভরসা করছে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। শুধু তাই নয়, বিজেপিকে সমর্থন না করার কথা জানিয়ে দিয়েছে কামতা রাজবংশী পরিষদও। ইন্ডিয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছে হামরো পার্টিও। একের পর এক সংগঠন পাশ থেকে সরে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ গেরুয়া শিবিরে। আর এই সুযোগে গেরুয়া দুর্গে থাবা বসাতে চাইছে জোড়াফুল শিবির।

এদিকে বিজেপি ২০২৪-এর নির্বাচনে প্রধান তিনটি ইস্যুকে হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছে। এর মধ্যে দুর্নীতি দমন, রাম মন্দির নির্মাণ এবং হিন্দুত্ব বা জাতীয়তাবাদ। তবে সাধারণ ভোটাররা মনে করেন, দেশে বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্নীতি বেড়ে যাওয়াটা প্রধানতম সংকট। এদিকে ২০২৪-এর নির্বাচনের ঠিক আগে দেশজুড়ে কার্যকর করা হয়েছে সিএএ। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'এটা ছেলেখেলা নয়।' একইসঙ্গে নির্বাচনের আগে এটাকে 'লোক দেখানো' পদক্ষেপ এবং 'ললিপপ' বলে আখ্যাও দেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার দু-তিনদিন আগে কী দরকরা পড়ল এটাকে কার্যকরা করার তা নিয়েও। পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'এটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা'। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে প্রথম দফার নির্বাচনে সিএএ-ও একটা বড় হাতিয়ার হতে চলেছে বিজেপির। কারণ, উত্তরবঙ্গের কোচবিহারেও মতুয়া সম্প্রদায়ের বড় অংশের মানুষের বাস। ফলে এর একটা বড় প্রভাব পড়বেই প্রথম দফার নির্বাচনে। তবে সুদূর অযোধ্যার রামমন্দির ঠিক কতটা প্রভাব ফেলেছে উত্তরবঙ্গের সমস্যাসঙ্কুল প্রাত্যহিক জনজীবনে তার উত্তর মিলবে ৪ জুন।

অভিষেকের কপ্টারে তল্লাশি নিয়ে রিপোর্ট তলব কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টারে আয়কর তল্লাশির বিষয়ে রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) অরিন্দম নিয়োগী। কমিশন জানিয়েছে, ওই দিন পুরো ঘটনার বিবরণ জানতে চাওয়া হয়েছে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে। সোমবার ভোটপ্রচারে হলদিয়ার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার পরিদর্শনে যান নির্বাচন কমিশনের ফ্লাইং স্কোয়াডের তিন সদস্য। তার আগে রবিবারও অভিষেকের হেলিকপ্টারে আয়কর তল্লাশি চলেছিল। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে দাঁড়িয়েছিল হেলিকপ্টারটি। সেই সময় একটি গাড়িতে চেপে কমিশনের তিন প্রতিনিধি সেখানে যান। গাড়িটিতে 'ইলেকশন অন ডিউটি' লেখা ছিল। তিন প্রতিনিধির এক জন জানান, তাঁদের সেখানে যেতে বলা হয়েছে এবং দেখতে বলা হয়েছে। তবে এর অতিরিক্ত কিছু জানাননি ওই তিন জন। যদিও কমিশন সূত্রে খবর, এটা রুটিন নজরদারি। আকাশপথে ভোটপ্রচারে যাওয়া সব নেতাদের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম মেনে চলা হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৮৯৩ নং এফিডেভিট বলে Purnendu Chatterjee S/o. Narayan Chatterjee ও Purnendu Chatopadhyay S/o. N. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩৪ নং এফিডেভিট বলে Subhas Chandra Routh S/o. Kartick Routh ও Subhas Rout S/o. K. Rout সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৮৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rakesh Kr. Dubey & Rakesh Dubey ও আমার পিতা Shambhu Nath Dubey & S. N. Dubey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জী, স্বামী- দেবাশীষ মুখার্জী, সাং- বলাগড়, মন্দিরতলা, পোস্ট ও থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫০১। তার ৪২৬/১৯৩১ নম্বর অরিজিনাল দলিলখানি হারাইয়া যায়। হুগলী জেলার বলাগড় থানায় ইংরাজী ১২/০৪/২০২৪ তারিখে ৮০৫ নং জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত দলিলটি যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন বা উক্ত দলিলের সম্পত্তির বিষয়ে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারী উকিলবাবুর নিকট ফেরৎ দিবেন বা তথ্য প্রমাণ সহ যোগাযোগ করিবেন নতুবা সকল প্রকার আপত্তি বা দাবী দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে।

ধন্যবাদান্তে
স্বাতী সাধু
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, হুগলী,
১৫-০৪-২০২৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৬ ই এপ্রিল। ৩ রা বৈশাখ। মঙ্গলবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপ্রাদ যোগ।

মেষ রাশি : বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একবার চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে। বড় ভাবে লগ্নি করার আগে প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা শুভ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন প্রিয় বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। হর হরি বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজকের দিনটি শুভ। পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সমাজে প্রতিবেশীর দ্বারা সুনাম প্রাপ্তি সম্ভব। কর্মের অন্বেষণে যে সমস্ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তারা ভগবান শ্রী গণেশের গণেশ সুত্রম্ পাঠ কর নিশ্চিত শুভ ফল পাবে। বৃষ রাশির প্রবীণ নাগরিকেরা ব্যাধি এবং হাড়ের সমস্যায় পড়বেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলো। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে অশান্তির বিষয়। পরিচিত গুপ্ত শত্রু দ্বারা নানাবিধ চক্রান্ত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন তাদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর। নারকেল সহ ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে। ছোট ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। জলভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশী যিনি একসময় আপনার উপকার নিয়েছিলেন আজ তার দ্বারা কোন গুপ্ত চক্রান্ত হতে পারে। বেতনভোগ কর্মচারীদের জন্য শুভ হলেও, অফিসে কোন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সম্ভাবনা। আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার যোগ। সতর্কতা শুভ। নারকেলসহ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করুন শুভ হবে নিশ্চিত।

সিংহ রাশি : আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক আনন্দ ছোট ভ্রমণ, পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বন্ধুবান্ধব সমাজে আপনার নিজস্ব পরিচিতির জন্য আপনি আজ এক সম্মানীয় মানুষ। ফোন কল ফ্যাক্স মোবাইল ফোন দ্বারা নতুন কোন সংবাদ আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা ভেরি জমি বাড়ি বাস্তু র কাজ করেন। শ্রী গনেশের পূজো আপনার জন্য আজ শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আজকের দিন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বড় লগ্নি আজকে করবেন না। সংবাদপত্র মিডিয়া ইউটিউ বারস যারা, তাদের জন্য আজ শুভ শুভ মিশ্রিত দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন।

তুলা রাশি : সচেতন থাকতে হবে গুপ্ত শত্রু থেকে। প্রতিবেশী স্বজন আত্মীয় সকলেই চাইবে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু তার মধ্যেও কোন ছল থাকতে পারে। সচেতন হতে হবে কোন শব্দ বলার আগে একবার সঠিকভাবে ভেবে নিতে হবে। শব্দ চয়ন না করলে আজ কথার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ী যারা তাদের আজ শুভ দিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য আজ শুভ দিন। সন্তানের যে বিষয়ে সমস্যা ছিল আজ সেটা মিটে যাবে । বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান এবং হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে প্রবীন সদস্যকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি দ্বারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার দিন। পুরাতন কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহযোগিতা পাবেন। তবে যারা পুলিশ প্রশাসনের কাজ করছেন তাদের সচেতন থাকতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মচারী থেকে খুব একটা সম্মান প্রাপ্তি যোগ নেই ।বিদ্যা যোগ শুভ। বিবাহ কল্পে কথা এগোতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গনেশের পুজো করুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

ধনু রাশি : সমাজে আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন ।প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পুরাতন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় যারা বড় লগ্নি করবেন আজ শুভ চিন্তা করুন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আপনার সহযোগী আছে। তবে গুপ্ত শত্রু থাকবে সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : জল তরল পদার্থ লৌহ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করবেন, তাদের আজ শুভ দিন। বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বিষয় দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়া যে মানুষ থাকবেন তার সচিত্র প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ওই কাজে এগোবেন। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ হলেও একটু দুশ্চিন্তা থাকবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকের দিনটির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ একটু সচেতন থাকতে হবে। পুরাতন বান্ধবের বেশে শত্রুর ছলনাময় রূপকে চিনতে পারবেন। বেতনভোগ কর্মী যারা তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো নথিপত্র র বিষয় জবাবদিহি করতে হতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের পূজা করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন জল তরল পদার্থ দুধের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। দু তিন দিনের ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। তবে জল ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ বিশেষত যারা বাস্তু জমি বাড়ি বিষয় কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপ জেলে দেবী দুর্গা মায়ের আরাধনা।

(শ্রী শ্রী বাসন্তী দুর্গা অষ্টমী তিথি মুহূর্ত)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৮২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Gautam Das S/o. Manoranjan Das ও Goutam Das S/o. N. R. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩-০৪-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিয়ালদহ কোর্টে ৩৫৩০ নং এফিডেভিট বলে Mihir Basu Mullick S/o. Late Subodh Kumar Basu Mullick ও Mihir Baran Basu S/o. Late Subodh Kumar Basu Mullick এবং Mihir Baran Bose S/o. Late Subodh Kumar Basu Mullick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Sri Gouranga Dasgupta**, S/o, Late Surendra Nath Dasgupta residing at Anupama Housing Complex, 43E/14, V.I.P Road, Rajarhat, Gopalpur (M), Kolkata Airport, North 24 Parganas, P.S:- Baguiati do hereby Solemnly Affirm and declare that previously I have written my name as Gaurang Dasgupta and in some papers & documents my name has been recorded as Gouranga Dasgupta. That **Gouranga Dasgupta** and **Gaurang Dasgupta** is the one and same identical person vide Affidavit dated 06.04.2024 before the Notary Public at Barasat, North 24 Parganas.

REQUIRED

Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (ONERISE TRADEMART Pvt. Ltd.)

Interested candidates may mail their resumes on onerise.yarn@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর
সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান)
৩নং আদালত
Ref: T.S. No. 654/2018
সেখ ইয়াকুব আলি ....বাদী
বনাম
২) সেখ জাফর আলি দীং ...... বিবাদীগন
সেখ সফিরুদ্দিন আলি পিতা- মৃত সেখ বসিরুদ্দিন
সাং - ডুঁয়া, পোঃ- ডুঁয়া, থানা -ডেবরা
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৬০
................২নং বিবাদী

এতদ্বারা ২নং বিবাদীকে জানানো যায় যে, বাদী সেখ ইয়াকুব আলি আপনার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমা উত্থাপন করতঃ বারংবার সমন/নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে সমন লইতেছেন না অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমার দিন আগামী ইং ২১.০৫.২০২৪ তারিখে ধার্য্য আছে। উক্ত তারিখে আপনি স্বয়ং অথবা যে কোন উকিলবাবুর দ্বারা অত্র আদালতে হাজির হইবেন ও জবাব আদি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত ধার্য দিন ইং২১/০৫/২০২৪ তারিখে আপনার বিরুদ্ধে একতরফা মতে আদেশ হইবে। **(A) তপশীল সম্পত্তির বিবরন** ঃ- জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা -ডেবরা, মৌজা-ডুঁয়া,জে.এল নং- ৪৩৬, স্বত্ব নং ৪৭ ও ৭০৪, হাল খতিয়ান নং - ৬৫ , ১৩১ দাগে জল ০৯ ডেঃ মধ্যে উত্তরাংশ ৪ ৩/৪ ডেঃ, ১৩৫ দাগে বাস্তু ০৬ ডেঃ মধ্যে পূর্বাংশ ০৩ ১/৪ ডেঃ, ১৩৬ দাগে বাস্তু ০৮ ডেঃ মধ্যে পশ্চিমাংশ ০২ ডেঃ -**মোট - ১০ ডেঃ**
(B) তপশীল সম্পত্তির বিবরনঃ- জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-ডেবরা, মৌজা-ডুঁয়া, জে এল নং- ৪৩৬, স্বত্ব নং ৪৭ ও ৭০৪, হাল খতিয়ান নং ৬৫, ১৩১ দাগে জল০৯ ডেঃ, ১৩৫ দাগে বাস্তু ০৬ ডেঃ, ১৩৬ দাগে বাস্তু ০৮ ডেঃ **মোট - ২৩ ডেঃ**

অনুমত্যানুসারে
অরুন কুমার চন্দ্র সেরেস্তাদার,
৩নং সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান)পশ্চিম মেদিনীপুর

আমমোক্তারামা

শ্রী অর্কজিৎ মিশ্র ও শ্রীমতি অর্পিতা নিয়োগী, উভয়ের পিতা কল্যাণ কান্তি মিশ্র, সাং বি-৬, ২৯১, পোঃ থানাঃ কল্যানী, জেলাঃ নদীয়া বিগত ইং ০৫.০৩.২০২৪, ৩১.০১.২০২৪ তারিখে হরিণঘাটা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে ১ নং বহির ১০৩৭ নং ও লন্ডনস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন অফিসের জি.বি.আর.এল.সি. নং ১৩৩৩৫২৪ আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি আমি বিক্রয় করিব। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সম্পত্তির তপশীল-জেলা-নদীয়া, মৌজা গাংগুরিয়া, জে.এল নং ৪৪, RS খতিয়ান নং ৬৯৫, LR খতিয়ান নং ২০৮৮, ১০৬৫, ৩২৬, RS দাগ নং ২৮০ ও LR দাগ নং ২৮৮। এক আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ১৬.৫০ শতক বা ৯,৯৮২৫০ কাঠা। এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি অরিজিৎ মিশ্র,
পিতা কল্যাণ কান্তি মিশ্র,
সাং বি-৬, ২৯১, পোঃ ও থানাঃ কল্যানী,
জেলাঃ নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

শ্রীমত্যা সোমা হালদার, স্বামী স্বর্গীয় জগদীশ হালদার, সাং নিত্যানন্দপুর, পোঃ নয়াসরাই, থানা: বলাগড়, জেলাঃ হুগলী বিগত ইং ১০.০৩.২০১৬ তারিখে হুগলী সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ৪নং বহির ১১৪ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (**শ্রী নিতাই দাস পিতা- স্বর্গীয় সুনীল দাস**) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা – হুগলী, মৌজা নিত্যানন্দপুর, জে.এল. - নং ১২৭, R.S. খতিয়ান নং ১২১/৪, LR খতিয়ান নং ১২১৪, RS ও LR দাগ নং ৫৭৮ নং দাগে ৭.৫ শতক বাস্তু ও RS ও LR দাগ নং ৫৮৩ নং দাগে ০.৫ শতক বাস্তু, একুনে ২টি দাগে মোট ষোল আনা সম্পত্তির পরিমান ৮ শতক ।
এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
শ্রী নিতাই দাস,
পিতা- স্বর্গীয় সুনীল দাস, সাং- ঝেড়ো, নতুনপাড়া, পোঃ- দক্ষিণ গোপালপুর, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী।

নাম-পদবী

আমি Shampa Samui D/o. Shambhunath Mondal গত ১২/০৪/২০২৪ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Samima Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। সদর, হুগলী কোর্টে ১৫/০৪/২০২৪ তারিখে নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে Samima Mondal ও Shampa Samui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Pradyot Roy, Son of Pramotho Nath Majhi, সাং ৩৩৪, পশ্চিম বালিয়া, রাজপুর, সোনারপুর, পোঃ- বারুইপুর, থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমার ০৫২ নং মাটিয়ারী মৌজায় খতিয়ান নং ৯৮১, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়ার জমির রেকর্ডে আমার ও আমার পিতার নাম ভুলবশতঃ Pradyot Majhi, Son of Pramotho Majhi হইয়াছে। গত ইংরাজী ১০-০৪-২০২৪ তারিখের আলিপুর, কোলকাতার প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিরিয়াল নং ৭৬৮২ এফিডেভিট বলে Pradyot Roy, Pradyut Roy and Pradyot Majhi এবং Pramotho Nath Majhi and Pramotho Majhi একই ব্যক্তি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছি ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, সুষমা ঘোষ, স্বামী- মৃত বটকৃষ্ণ ঘোষ দিগর ও আটজন ব্যক্তি যে আমমোক্তারনামা দিয়াছিলেন হেমন্ত ঘোষের পুত্র বিশ্বজিৎ ঘোষকে তাহা অদ্য হইতে রহিত বা বাতিল করা হইল। সেই কারণে উক্ত ব্যক্তি IV নং বহির ১৩০১/২০২৩ নং ভ্যলুমের ৪৬ নম্বর আমমোক্তারনামা বলে ৭৫ নং ছোটআটাগি ও ৭৬ নং মোহানপুর মৌজার সম্পত্তি বিক্রয় কোবলা দলিল ও দানপত্র দলিল নিবন্ধন করিতে পারিবে না। উপরোক্ত নম্বর আমমোক্তার নামাটি কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত। **বিশ্বনাথ ঘোষ, Advocate, En. No. 1040/1060/96**

বিজ্ঞপ্তি

DISTRICT : HOOGHLY
IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT JUDGE AT CHINSURAH
Act 39 Letters of Administration
Act 39 Case No. 6 of 2019
(Arising out of L. A. Case No. 21 of 2015)
Smt. Arati Karmakar
.... Applicant / Plaintiff
.....Versus.....
Sri Anil Kr. Karmakar
...Objector/Defendant

এতদ্বারা সর্ব্ব-সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী আরতী কর্ম্মকার, স্বামী- ঁবলাই চন্দ্র কর্ম্মকার, সাং- ৪, ঢুলিপাড়া লেন, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, তিনি শ্রীমতী সরোজিনী দাসী, স্বামী- ঁননীলাল কর্ম্মকার, সাং- ৪, ঢুলিপাড়া লেন, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী-র ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির লেটার্স অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের নিমিত্ত আদালতের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন।
এই সম্পর্কে শ্রী অনিল কর্ম্মকার, পিতা- ঁমতিলাল কর্ম্মকার, সাং- গরলগাছা, পোঃ- গরলগাছা, থানা- চন্ডীতলা, জেলা- হুগলী, প্রাথমিক আপত্তি করিয়াছিলেন, তারপর তাহার উকিলবাবুর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি মারা যান। এমতাবস্থায়, শ্রীমতী আরতী কর্ম্মকারের দরখাস্তের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশে সকলকে আবার ও জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বৈধ দাবী-দাওয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তিনি বা তাহারা নিজে অথবা তাহাদের উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া তার / তাহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় এই মোকর্দ্দমায় একতরফা আদেশ জারী হইবে। সম্পত্তির বিবরণ নিম্নরূপ- জেলা হুগলী, জে.এল.নং ১৩, মৌজা শ্রীরামপুরের অন্তর্গত প্লট নং ও পরিমান- ৭৫৬২ - ০.০৬ ১; ৭৫৬৪ - ০.০০৬; ৭৫৬৭ - ০.০০১; ৭৫৭৪ - ০.০১০; - ৭৫৭৫ - ০.০৭৮; ৭৫৭৭ - ০.০১১; ৭৫৮৪ - ০.০৬১, ৭৫৮৬ - ০.০৩৩; ৭৫৮২ - ০.০১১।। মোট সম্পত্তির পরিমাণ- ০.৩৬২ একর।।
শ্রীমতী আরতী কর্ম্মকারের পক্ষে
শ্রী বিশ্বনাথ বাগচী
এ্যাডভোকেট

আদেশানুসারে,
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার,
জেলা জজ আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের প্রথম সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভি) আদালত, নদীয়া
টি.এস. নং- ৭৩/২০২৩
বাদী- প্রীতম এন্টারপ্রাইজ
-বনাম-
বিবাদী- শ্যামশ্রী ফার্মাসিউটিকলন

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অত্র নম্বর মোকর্দ্দমার বাদী এম.এস. প্রীতম এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ- শ্রী প্রদীপ দত্ত, সাং বীরনগর, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- বীরনগর, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৭, বিবাদী ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্যামশ্রী ফার্মাসিউটিকলন, সাং- সরস্বতী ব্রীজ, পোঃ- আন্দুলমৌরি, থানা- ডোমজুর, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০২ বিরুদ্ধে রানাঘাটের সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ), প্রথম আদালতে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র নোটিশ প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিন মধ্যে উক্ত মোকর্দ্দমা বিষয়ে যদি কাহারো কোনোরূপ বক্তব্য থাকে তবে তাহা জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী মোকর্দ্দমার একতরফা দিন ধার্য্য হইবে।

Schedule

(Four Post- dated Blank Cheque of S.B.I.)
S.B.I current Account No. 40450277368. Cheques No. 816360, 816361, 816362 & 816363.
S.B.I. Blocked Account No. 11547846176, Cheques No. 870978, 870977

অদ্যসন ২০২৪ সালের মতে দেওয়া হইল

তারিখের আমার স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত
গোপাল দাস
আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার
প্রথম সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভি) আদালত, নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর লার্নেড ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত, চুঁচুড়া
মিস কেস নং ১৫০/২০২৩

শ্রীমতী চৈতালী অধিকারী স্বামী- ঁ মহিতোষ অধিকারী সাং- গজঘন্টা (আসাম রোড মোড়ের নিকট) পোঃ ও থানা- মগড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮। ....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, অত্র কেসের দরখাস্তকারী হুজুর আদালতে তাহার নাবালিকা কন্যা সন্তান মেঘা অধিকারী, পিতা- ঁ মহিতোষ অধিকারীর (সি) তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা জেলা ও জেলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ. ডি. এস. আর. সদর হুগলী, থানা- মগড়া জে. এল. নং- ৩৯, মৌজা বাসুদেবপুর, এল. আর. খতিয়ান নং- ২৯২৬ ঃ- **১ম দফা** আর.এস. দাগ নং- ৫১৩ যাহার এল.আর. দাগ নং- ৩৬২, পরিমান-০.০০৫ একর মধ্যে অবিভাজ্য ১/৩ অংশে ০.০০১৬ একর মায় তদুপরিস্থিত ১৮০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট সিমেন্টের মেঝে ও পাকা ছাদ বিশিষ্ট দোকান ঘরের অবিভাজ্য ১/৩ অংশে ৬০ বর্গফুট, **২য় দফা** ঐ থানা, ঐ মৌজা ও ঐ খতিয়ানের অন্তর্গত (আর. এস. ৭১ দাগের এল. আর. ৩৬৪ দাগে ০.০২৬ একর মধ্যে অবিভাজ্য ১/৩ অংশে ০.০০৮৬৬ একর শুনা মায় তদুপরিস্থিত ২৪৪ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট সিমেন্টের মেঝে ও পাকা ছাদ বিশিষ্ট দোকান ঘরের অবিভাজ্য ১/৩ অংশে ২৪৪ বর্গফুট। ২টি দফার সম্পত্তি বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত বাসুদেবপুর নামক রাস্তার ২১ নং ওয়ার্ডের ১০৯৪/১ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। দরখাস্তকারী তাঁর নাবালিকা কন্যা মেঘা অধিকারীর হিতার্থে উপরিবর্ণিত (সি) তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের দরুন হুজুর আদালতে অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন।
যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার অত্র কেসের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে হাজির হইয়া তাহার আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র কেসের একতরফা শুনানি হইবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
শ্রী রঞ্জন পাল

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলীর লার্নেড ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত, চুঁচুড়া

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. Civil Judge (Jr. Division) Ghatal
J. Misc Case No. 16/2024 (Probate)
শ্রী রিন্টু মণ্ডল ...দরখাস্তকারী
-বনাম-
শ্রীমত্যা রেনুকা মণ্ডল দীং
...প্রতিপক্ষগণ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঘাটাল থানার অন্তর্গত ১৩ নং ওয়ার্ডের কোন্নগর গ্রামের বাসিন্দা দিব্যেন্দু মণ্ডল কর্ত্তৃক তাহার আপন ভ্রাতার (দরখাস্তকারী) নাম বরাবর ইংরাজী ২২/০৭/২০২২ তারিখে একখন্ড অন রেজিষ্ট্রী উইল সম্পাদন করিয়া যান পশ্চাৎ উক্ত দিব্যেন্দু মণ্ডল গত ইংরাজী ১৭/১০/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। দিব্যেন্দু মণ্ডল-এর সম্পাদিত উইল খানি দরখাস্তকারী Executor হিসাবে Probate পাইবার জন্য হুজুর আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইংরাজী ১১-০৬-২৪ তারিখের মধ্যে অত্র আদালতে ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কিংবা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।
অদ্য সন ২০২৪ সালের ১২-০৪-২৪ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের শীল মোহর মতে দেওয়া গেল।

স্বা/- প্রদীপ বেরা
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
ঘাটাল, ১২-০৪-২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০৬৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭
পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬
মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৮৭৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।
বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

শীতলকুচি থেকে শিক্ষা
কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলি চালনার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারের লোকসভা ভোটে ভোটকেন্দ্রে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলি চালনার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শীতলকুচির ঘটনা থেকেই শিক্ষা নিয়ে কমিশনের এহেন পদক্ষেপ।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্য নিবার্চনী আধিকারিক রাজ্যের প্রতি জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়েছেন। তাতেই বিষয়টি পরিষ্কার করে জানানো হয়েছে। রাজ্যে কমিশন নিযুক্ত বিশেষ সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং বিশেষ পুলিস পর্যবেক্ষকের নির্দেশ মতোই এই আচরণবিধি তৈরি করা হয়েছে বলে রাজ্যের মুখ্য নিবার্চনী আধিকারিক উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী কী কী করতে পারবে এবং কী কী পারবে না, তার পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নির্বিচারে গুলি চালানো যাবে না। একমাত্র নিজেদের সুরক্ষা এবং ভোটকর্মী ও ইভিএমের নিরাপত্তায় ‘শেষ অস্ত্র’ হিসেবেই গুলি চালানো যাবে।

একইসঙ্গে ভোটের ডিউটিতে বাংলায় আসা কেন্দ্রীয় জওয়ানদের জন্য যে নির্দেশিকাগুলি রাজ্যের মুখ্য নিবার্চনী আধিকারিক পাঠিয়েছেন, তা ইংরেজি ও হিন্দিতে ছাপাতে বলা হয়েছে। নির্দেশিকা সংবলিত লিফলেট ছাপিয়ে তা জওয়ানদের মধ্যে বিলি করতেও বলা হয়েছে। আর সেই কাজ করতে বলা হয়েছে জেলা পুলিশ সুপার এবং কমিশনারদের তত্ত্বাবধানে। গুলি চালনায় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জওয়ানদের। যেমন-তাঁরা যেন কোনও প্রলোভনে পা না দেন, ভোটকর্মী বা অন্য কারও কাছ থেকে চা, সিগারেট প্রভৃতি কোনও কিছুই গ্রহণ না করেন, কারও প্রতি অনাবশ্যক ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ আচরণ করা যাবে না, খারাপ ভাষার ব্যবহার কিংবা অপ্রয়োজনে জুলুমও করা চলবে না কারও ওপর। একই সঙ্গে বিশেষ কোনও জনগোষ্ঠী, জাতি প্রভৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা প্রদর্শনেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একজন ভোটারকে কারও পক্ষে ভোট দিতে বলাও জওয়ানদের জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বলে দেওয়া হয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, নিরাপত্তা প্রদান ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে অংশ নেবেন না কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ ছাড়া তাঁরা বুথের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারবেন না। কার্যত একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় শীতলকুচির ঘটনা ছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে যা যা অভিযোগ উঠেছিল, অন্তত শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তুলেছিল, কার্যত প্রায় তার সব কিছুই মেনে নিল কমিশন। যা কার্যত প্রমাণ করে দিচ্ছে, একুশের ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা এবং বাহিনীর জওয়ানদের আচরণ ও কাজকর্ম নিয়ে তোলা তৃণমূলের অভিযোগগুলি মিথ্যা ছিল না। অভিযোগের সারবত্ত্বা ছিল বলেই এবারে কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে কোচবিহারের শীতলকুচিতে ভোটের লাইনে থাকা নিরীহ ভোটারদের লক্ষ্য করে বিনা কারণেই গুলি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই ঘটনায় মারা যায় ৪জন। সেই ঘটনা বাংলার জনমানসে প্রভাব তো ফেলেইছিল, রাজনীতিতেও তার ছাপ পড়েছিল। দেশের ২৪'র নির্বাচনে সেই ধরনের ঘটনা যাতে আর নতুন করে না হয়, অন্তত বাংলার বুকে, এবার তার জন্য পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন।

ভারতরত্ন ডক্টর বিআর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসেপূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেউসকর ডক্টর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গঙ্গা ও পদ্মায় বিলুপ্তপ্রায় ঘড়িয়ালের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গা ও পদ্মায় বিলুপ্তপ্রায় ঘড়িয়ালের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের বন দপ্তর জলঙ্গীর টিকটিকিপাড়ায় ৩৭টি ঘড়িয়াল শাবককে নদীতে ছেড়েছে। কোচবিহারের রসিক বিল থেকে কয়েকদিন আগে গ্রিন করিডোর করে এই ঘড়িয়াল শাবকগুলিকে জলঙ্গিতে নিয়ে আসা হয়। বনদপ্তর সূত্রে খবর, এক সময় মুর্শিদাবাদের গঙ্গা-পদ্মা-সহ একাধিক নদীপথে প্রচুর সংখ্যক ঘড়িয়াল দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি খ াবারের অভাব-সহ বিভিন্ন কারণে তাদের সংখ্যা বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই বিষয়টি সামনে আসার পরেই নদীতে ঘরিয়ালের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। ডাবলু ডাবলু এফএফএ-র কাছ থেকে ইতিবাচক সমীক্ষা রিপোর্ট পাওয়ার পর জলঙ্গিতে ওই ঘড়িয়াল শাবকগুলিকে ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

কোচবিহারের রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রে রয়েছে বন দপ্তরের নার্সারি। সেখান থেকে ৩৭টি শাবককে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে। রসিকবিলের জলাভূমিতে রয়েছে ১১টি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়াল। বছর দুয়েক আগে নার্সারি তৈরি করে বন দপ্তর। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বালুর শয্যায় প্রায় ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ডিম রাখা হয়। সেখানেই পৃথিবীর আলো দেখে ঘড়িয়ালের ছানারা। প্রয়োজন মতো আলো ও জেনারেটরের ব্যবস্থা ছিল। একমাস ছিল নিবিড় নজরদারি। এ ব্যাপারে পরামর্শ দেন ওড়িশার নন্দনকানন ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা। প্রথম ধাপে ডিম ফুটে যে ৩৭টি বাচ্চা জন্মেছিল, সেগুলিকে ছাড়া হবে জলঙ্গির উন্মুক্ত পরিবেশে।

রাশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অ্যাডামাসের চুক্তি স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-রাশিয়ান শিক্ষা সম্মেলনে একাধিক রাশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষার আদান-প্রদানের লক্ষ্যে ৫০টিরও বেশি রাশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্মেলনে অংশ নেয়। অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সমিত রায়, আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য কুবান রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও অ্যাডামাসের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে সেন্ট পিটার্সবার্গ পলিটেকনিক

বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তর মেরু সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে আলোচনা উপলক্ষে নর্থ ফোরাম আয়োজিত গোলটেবিল সম্মেলনেও অংশ নেয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও অংশ নেয় রাশিয়ান-এশিয়ান আর্কটিক রিসার্চ কনসোর্টিয়ামে। প্রতিটি চুক্তির মধ্যে দিয়ে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ও গবেষণায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপর জোর দেয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ এপ্রিল ২০২৪ ৩ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার

হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রানে বাধা! আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হেলিকপ্টারে আচমকা আয়কর দপ্তরের তল্লাশি নিয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। এবার ট্রায়াল রান আটকানো নিয়ে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিদায়ী তৃণমূল সাংসদ।

রবিবার সকালে আচমকা হেলিকপ্টারে ট্রায়াল রান চলাকালীন হানা দিয়েছিল আয়কর দপ্তর। এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে সরব হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সাংবাদিক বৈঠকেও এই ইস্যুতে ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রানে বাধা দেওয়ার অধিকার আয়কর দপ্তরের নেই। এই মর্মে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

সোমবার হলদিয়ায় সাংগঠনিক বৈঠকের পর চপারে তল্লাশি বিতর্কে অভিষেক বলেন, 'হেলিকপ্টারে তল্লাশি ও সিজার নিয়ে আমার কোনও অসুবিধা নেই। সেটা নির্বাচন কমিশন করতে পারে। আমার অসুবিধা হচ্ছে যখন আপনি কিছু পাননি তখন বলছেন আমি ট্রায়াল রানের অনুমতি দেব না, যতক্ষণ না উপর থেকে ক্লিয়ারেন্স আসবে। সে এক্তিয়ার ইনকাম ট্যাক্সের নেই। আইনি পদক্ষেপ নেব।' উল্লেখ্য, রবিবার ট্রায়াল রান চলাকালীন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার থামিয়ে তল্লাশি চালান আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেও বাকবিতণ্ডাও হয় কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের। সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, চপারে কিছু পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, এনআইএ-র ডিজি ও এসপি-কে বদলের যে দাবি ছিল তৃণমূলের, তার পালটা হিসেবে তাঁর চপারে তল্লাশিতে কাজে লাগানো হয় কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। এই ইস্যুতে ভোটমুখী বাংলায় উত্তপ্ত রাজনৈতিক মহল। সোমবার কোচবিহারের নির্বাচনী সভা থেকে তা নিয়ে কড়া ভাষায় তোপ দাগেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দলীয় প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সমর্থনে রাসমেলা ময়দানের সভা থেকে তাঁর কটাক্ষ, 'অভিষেকের কপ্টারে কাল তল্লাশি চালিয়েছে। কপ্টারে নাকি সোনা, টাকা আছে। কী ভেবেছিল? কপ্টার থেকে সোনা পাবে? এসব আমরা করি না।'

ভোট প্রচারে যাওয়ার আগে অভিষেকের কপ্টার পরিদর্শনে কমিশনের ৩ সদস্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট প্রচারে হলদিয়ায় যাওয়ার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার পরিদর্শনে গেলেন খেলা নির্বাচন কমিশনের ফ্লাইং স্কোয়াডের তিন সদস্য। একটি গাড়িতে চেপে কমিশনের তিন প্রতিনিধি সেখানে আসেন। তাঁরা জানান, তাঁদের সেখানে যেতে বলা হয়েছিল। যদিও নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়েছে, এই তল্লাশির কাজ শুধু অভিষেক নয়, নির্বাচনের সময় সব নেতানেত্রীদের ক্ষেত্রেই হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারে আয়কর হানার অভিযোগে তোলপাড় হয়েছিল বঙ্গ রাজনীতি। আয়কর হানার কথা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারির কপ্টারে হলদিয়া যাওয়ার কথা ছিলঅভিষেকের। সেই কপ্টারে তল্লাশি চালিয়েছিল আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের একটি দল।

এদিকে রবিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অভিষেক লিখেছিলেন, 'এনআইএ-র ডিজি এবং এসপিকে সরানোর বদলে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি আজ তাদের ধামাধারী আয়কর দফতরের আধিকারিকদের পাঠিয়েছিল আমার হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালাতে। যদিও তাতে কোনও লাভ হয়নি। কারণ কিছুই পাওয়া যায়নি।' যদিও পরে আয়কর দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়, , দুপুর আড়াইটে নাগাদ তাদের একটি টিম বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়নি। কিছু প্রযুক্তিগত ও পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে তল্লাশি চালানো সম্ভব হয়নি।

দাড়িভিট মামলায় হাজিরা মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, সিআইডির এডিজি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাড়িভিট মামলায় আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এবার হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে ভারচুয়াল হাজিরা দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, সিআইডির এডিজি। সোমবার বিচারপতি মান্থার পরামর্শ ছিল, অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে তাঁদের কথা বলা উচিত। এই প্রসঙ্গে বিচরপতি এও বলেন, 'উনি আইন জানেন। আমরা জানি, আপনাদের উপর অনেক চাপ থাকে। তবে চেয়ারের সম্মান রাখ তে হবে।' এরই প্রত্যুত্তরে রাজ্যের এজি আদালতে জানান, এনআইএ-কে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মামলা দায়ের হয়েছে।

ছ 'বছর আগেকার এক মামলা নিয়ে এই জটিলতা শুরু। ২০১৮ সালে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষক নিয়োগের জটিলতা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিবেশ। অভিযোগ, অশান্তি থামাতে গুলি চালায় পুলিশ। জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধের মাঝে পড়ে প্রাণ হারান দুই ছাত্র রাজেশ সরকার, তাপস বর্মন। তা নিয়ে সেসময় রাজ্য রাজনীতির জল গড়িয়েছিল বহু দূর। বাংলার বদলে ওই স্কুলে উর্দু শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মমতা সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছিল বিজেপি। বলা হচ্ছিল, বাংলা ভাষার অমর্যাদা করা হচ্ছে। রাজেশ সরকার, তাপস বর্মনকে ভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে বলে বারবার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় এনআইএ-কে তদন্তভার দেওয়া হয়। তবে প্রশ্ন ওঠেআদালতের নির্দেশের পরও কেন এনআইএ-কে তথ্য হস্তান্তর করা হল না কেন তা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, সিআইডি-র এডিজির কাছে রিপোর্ট তলব করে হাইকোর্ট। কিন্তু কেউ জবাব না দেওয়ায় তাঁদের সশরীরে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয় আদালতের তরফে। কিন্তু সেই নির্দেশও না মানায় কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। এরপরই সোমবার তিনজনেই ভারচুয়ালি হাজিরা দেন কলকাতা হাই কোর্টে।

তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিককে তৃণমূলের বিরুদ্ধেই লড়তে হচ্ছে

বিস্ফোরক দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিককে এখনও তৃণমূলের বিরুদ্ধেই লড়তে হচ্ছে। বিজেপির সঙ্গে লড়াইতে উনি এখনও আসেন নি।' সোমবার সকালে নৈহাটিতে নির্বাচনী প্রচারে এসে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের ১০ শতাংশ লোক লুটেপুটে খাচ্ছে। আর ৯০ শতাংশ লোক বঞ্চিত। তবে যারা লুটেপুটে খাচ্ছে তারাই তৃণমূলের সঙ্গে আছেন। কিন্তু যারা বঞ্চিত তারা তৃণমূলের সঙ্গে নেই। প্রসঙ্গত, শ্যামনগর পাওয়ার হাউস মোড়ে রবিবার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখনে নিযুক্ত শিল্পী আক্রান্ত হয়েছেন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'মারধরের ঘটনায় এসিপি জগদ্দল বলছেন তাদের কিছু করার নেই। পুলিশ কমিশনার নাকি তাদের হাত বেঁধে দিয়েছেন।' বিজেপি প্রার্থীর কথায়, 'আদর্শ নির্বাচন বিধি জারি হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। ব্যারাকপুরের বর্তমান পুলিশ কমিশনার থাকলে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন কোনওভাবেই সম্ভব নয়।' এদিন অর্জুন সিং নৈহাটির নির্বাচনী কার্যালয় সিং ভবন থেকে প্রচার শুরু করেন। গরিফা খাঁ, বৈষ্ণব পাড়া, রামঘাট চৌমাথা মোড় হয়ে চড়কতলা, সেন পাড়া, মালা পাড়া ঘুরে প্যাটারসন রোড। সেখান থেকে নয়াবাজার পর্যন্ত গিয়ে তিনি প্রচার শেষ করেন। তারপর তিনি হালিশহর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বামতারা মন্দির এবং হালিশহর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেল পুকুর পাড় রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

একমাসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার ২১৯ কোটির, এগিয়ে দক্ষিণ কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হওয়ার একমাসের মাথায় শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকেই আটক হল প্রায় ২১৯ কোটি টাকার বেআইনি সামগ্রী । যার মধ্যে শুধু দক্ষিণ কলকাতা থেকেই উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২৫কোটি টাকার সামগ্রী। যা সর্বকালের রেকর্ডই নয়, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে আয়কর, ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টালিজেন্সের তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, আটকের পরিমাণ আরও বাড়ত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরেই নিয়োগ থেকে রেশন দুর্নীতি, অনলাইন লটারি-সহ একধিক মামলায় ইডি, সিবিআই এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আয়করও ধারাবাহিক অভিযান চালোনোর ফলে কালো টাকার ব্যবসায়ীরা কিছুটা সতর্ক। প্রসঙ্গত, ভোট ঘোষণার পর পরই আয়কর একটি মামলায় দক্ষিণ কলকাতার এক ছাতু ব্যবসায়ীর অফিস থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে। এই টাকার উৎসের কথা সংস্থাটি জানাতে পারেনি বলে আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। মেটিয়াবুরুজ-সহ শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় আয়কর দপ্তর থেকে আলাদা করে তল্লাশি চালানো হয়। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, দার্জিলিং। পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়াও পিছিয়ে নেই।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় এজেন্সিগুলি অভিযান চালিয়ে ৮ কোটি ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা উদ্ধার করেছিল। আটক করা হয়েছিল ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মদ আর সাড়ে চার কোটি টাকা মূল্যের মাদক। এরপর ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে এক লাফে তা বেড়ে যায়। শুধু ৬৫ কোটি ৫৯ লক্ষ কালো টাকা আটক করা হয়েছিল। দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে টেক্কা দিয়ে ভোট পর্বে বেআইনি কালো টাকা উদ্ধারে চতুর্থ স্থান দখল নিয়েছিল। ভোট পর্বের এই তল্লাশি অভিযানে টাকা থেকে মদ, মাদক, সোনা-সহ উদ্ধার হওয়া বেআইনি সামগ্রীর আর্থিক মূল্য ছিল ১১১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। সারা দেশের মধ্যে স্থান ছিল অষ্টম। এবারে প্রথম অভিযান চালিয়ে আটক হয়েছে নগদ ১৩ কোটি টাকারও বেশি টাকা।

প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট কেনা-বেচার খেলা বন্ধ রাখতে বরাবরই নির্বাচন কমিশন সতর্ক। এবার কমিশন নজরদারী আরও কড়া করেছে। রাজ্যের গত কয়েকটি ভোটে কলো টাকার লেনদেনই ভাবাচ্ছে কমিশনকে। নজরদারিতে চালু করেছে 'ইলেকশান সিজার ম্যানেজমেন্টে'র নামে নয়া অ্যাপ। যার সাহায্যে কেউ ব্যাঙ্ক থেকে কেউ এক লক্ষ টাকার বেশি তুললেই কমিশন জেনে যাবে সেই ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্য। ভোট পর্বে বেআইনি টাকা,মদ, মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানে কমিশনকে সাহায্য করেছে দশটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি সংস্থা। এরা হল রাজ্য পুলিশ, আয়কর, রাজ্য আবগারি দফতর, সীমান্ত সুরক্ষা বল, আরপিএফ, ডিরেক্টরেট অফ ইন্টানিজেন্স (ডিআরআই),শুল্ক দফতর, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, বন দফতর, স্টেট জিএসটি।

'জামাল কুদু'-র প্যারোডিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভোটপ্রচার শুরু বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'টুম্পা সোনার' পর এবার 'জামাল কুদু'। প্রচারে প্যারোডির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। বিশেষত গত বিধানসভা ভোটে বামেরা ভোট না পেলেও, জনপ্রিয় হয়েছিল 'টুম্পা সোনার' অনুকরণে সিপিএমের ভোটের প্যারোডি। ২৪-এর লোকসভা ভোটে এবার তাদের ভরসা 'জামাল কুদু'। জনপ্রিয় গানটির অনুকরণে সিপিএম প্যারোডি তৈরি করেছে।

স্লোগান তৈরি, দেওয়াল লিখনে বরাবর মৌলিকত্ব ও অভিনবত্বের ছাপ রেখেছেন বামপন্থীরা। বিগত কয়েকটি নির্বাচনেই যত না রাস্তায়, তার চেয়ে ঢের বেশি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সিপিএম প্রার্থীদের হয়ে গলা ফাটিয়েছেন সমর্থকরা। তাই তাঁদের জন্য কিছু হাতেগরম প্রচার পন্থা তো রাখতেই হবে। আর এ বিষয়ে যথেষ্ট এগিয়ে সিপিএমের যুব নেতৃত্ব। এখন তাঁরা স্রেফ স্লোগান তৈরি করেন না, তৈরি করে জনপ্রিয় সব গানের প্যারোডি। আর তা বেশ আকর্ষণীয়।

২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে তাদের প্যারোডি হাতিয়ার জনপ্রিয় বলিউডি গান 'জামাল কুদু'! এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ময়ূখ বিশ্বাস নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে সেই গান শেয়ার করেছেন। বরাবরের মতো এবারও বেশ জমাটিই হয়েছে প্যারোডি। বলিউডের জনপ্রিয় ও সমালোচিত সিনেমা 'অ্যানিমল'। সেই ছবিতে স্বকীয়তার সঙ্গে ইরানের জনপ্রিয় গান 'জামাল কুদু' ব্যবহার করেছিলেন পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। সেই গান নিয়ে পরে বহু রিলস হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় একেবারে ভাইরাল 'জামাল কুদু' গান ও নাচ। আর সেই জনপ্রিয়তাকেই কাজে লাগিয়ে জনসমর্থন নিজের দিকে টানতে মরিয়া সিপিএম। দলের যুব সংগঠনের তরফে তৃণমূল ও বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করা হয়েছে প্যারোডি গানটিতে। ভোটপ্রচারকে সামনে রেখে যথোপযুক্তভাবে বসানো হয়েছে গানের কথা।

চাকরি চুরি, জমি চুরি, বেআইনি নির্মাণ নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করা হয়েছে 'জামাল কুদু'র প্যারোডিতে। রয়েছে কালীঘাটের টালির ছাদ নিয়ে কটাক্ষ। আর এসব থেকে উদ্ধার পেতে প্যারোডি অনুযায়ী, 'গ্রাম শহরে খুঁজছে মানুষ বাঁচার মানে/জোট বেঁধে তাই হচ্ছে শামিল লাল নিশানে'। আবার বিজেপিকে নিশানা করে সিপিএমের 'জামাল কুদু'র কটাক্ষ, 'ভোট এসেছে যেই এখন দলবদলের বসছে মেলা/ ওরা জিগির ছড়াবেই আর ধর্ম দিয়ে ভাগের খেলা'। এক প্যারোডিতে পদ্ম ও ঘাসফুল শিবির বিরোধী প্রচারে যুব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছতে চাইছে সিপিএম। তবে প্যারোডি 'হিট' করলেও ভোটবাক্সে তা হিট হবে না কি না, বলবে সময়।

শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা

তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশে

সতর্কতা

সন্তান সম্ভবা মহিলা, বয়স্ক মানুষ ও শিশুদের চড়া রোদে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জল বেশি খেতে হবে। অসুস্থ হলে নিতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রবল গরমে হাঁসফাঁস করছে দক্ষিণবঙ্গ। খেয়ে, বসে, ঘরে থেকে কোথাও যেন শান্তি মিলছে না। কাজের প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হলে তো কষ্টের শেষ নেই। গরমের প্রভাব উত্তরবঙ্গেও পড়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২ দিনে তাপমাত্রার পারদ ৪০-এর ঘরে পৌঁছতে পারে বলে ইঙ্গিত দিল হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বৃদ্ধি পেতে পারে তাপমাত্রা। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকার কারণে অস্বস্তিও থাকবে খুব বেশি।

জানা গিঠে, শুষ্ক পশ্চিমা এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আগামী চার-পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকতে পারে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাতাসে আর্দ্রতা ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় বাতাসে এই আর্দ্রতা থাকতে পারে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ। দিনের বেশির ভাগ সময়ে বাতাসে আর্দ্রতা থাকতে পারে ৪০ শতাংশের বেশি।

বুধ এবং বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ওই সব জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। ওই দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও থাকবে অস্বস্তি। শুক্রবার দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমানে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেখানে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই সব জেলার বাসিন্দাদের, বিশেষত শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্য রোগ রয়েছে এমন লোকজনকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস। জানিয়েছে, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত রোদে কম বেরোনোই বাঞ্ছনীয়। প্রচুর পরিমাণে জল-সহ অন্যান্য পানীয় খেতে হবে। হালকা সুতির জামা পরা প্রয়োজন। শরীর খারাপ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেছে হাওয়া অফিস।

'সব সময় মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না', ক্ষতিপূরণ ইস্যুতে মমতাকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পথে বাধা নির্বাচন কমিশন এমনটাই দাবি করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই দাবি যে ভুল তা জানাতে আসরে নামলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তাঁর স্পষ্ট দাবি, মমতা-অভিষেকের দাবি মিথ্যা। ৯ এপ্রিল এবিষয়ে অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, এখন এই ইস্যুতে রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে তৃণমূল। সঙ্গে মমতাকে বিদ্ধ করে লেখেন, 'আপনি কিছু লোককে সব সময় বোকা বানাতে পারেন, এবং সব মানুষকে কিছু সময় বোকা বানাতে পারেন, কিন্তু আপনি সব সময় সব মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না।'

এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর দাবি, দুর্যোগ বিধ্বস্ত অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ, এর একটি বড় অংশ কেন্দ্রীয় সরকার এনডিআরএফ-এর মাধ্যমে দিয়ে থাকে। কিন্তু, মমতা-অভিষেক নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে ব্যস্ত। শুভেন্দু যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তাতে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'নির্বাচন যখন ঘোষণা হওয়ার দিন থেকে রাজ্য সরকার চলে যায় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। নির্বাচন কমিশন যতক্ষণ না অনুমতি দেবে ততক্ষণ আমরা কোনও কাজ শুরু করতে পারি না। ৩১ তারিখ বিকালে যখন এই ঝড় হয় তারপরের দিন আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে ইলেকশন কমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলান আমরা এই পরিবারগুলিকে দ্রুত সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবই, সঙ্গে যাদের ছাদ

ঘর ভেঙে গিয়েছে তাঁদের জন্য যাতে বাড়ির ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করতে পারে। আমরা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে তাঁদের দিতে চাই। রাজ্যকে অনুমতি দিতে বলেছিলাম। নির্বাচন কমিশন সেই অনুমতি দিল না। এই বৈষম্য চলবে না।' এরই পাশাপাশি শুভেন্দুর শেয়ার করা ভিডিয়োতে মমতা বলছেন, 'জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে দুর্যোগে প্রধানমন্ত্রী এলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এলেন, একবার তো দুঃখীদের কথা বললেন না। একবারও তো বললেন না এই মানুষগুলো কেমন আছে! কী খেয়ে আছেন! শুধু রাজনীতির কথা বলে গেলেন। আর আমরা পারমিশন চাইতেই থাকলাম। এখন ইলেকশন চলছে তিন মাস ধরে। এখন কিছু করতে গেলেই পারমিশন চাই। বিজেপির বেলায় পারমিশন গ্রান্টেড, বেল গ্রান্টেড। আর তৃণমূলের ব্যাপারে সব জেল গ্রান্টেড।'

এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর দাবি, নির্বাচন কমিশন ৯ এপ্রিল এক্সগ্র্যাশিয়া এবং হাউস বিল্ডিং অনুদান প্রদানের জন্য ছাড় মঞ্জুর করেছে। এই বার্তা ৯ এপ্রিলই রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ময়নাগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির মানুষ যারা বিধ্বংসী টর্নেডোতে তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছিল, তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি তৈরির জন্য অনুদান পেতে পারে সে কারণেই কমিশন এই পদক্ষেপ করেছিল। এর প্রত্যুত্তরে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ লেখেন, 'পোস্টে ২০০ শব্দের বেশি রয়েছে। কিন্তু কোনও শব্দই অর্থবহ নয়। এক্সগ্র্যাশিয়া মানে ঘর তৈরির জন্য অনুদান নয়। বাংলার মানুষ আর আপনার মিথ্যার জালে আটকা পড়বে না।'

সম্পাদকীয়

সত্যিই সিএএ ২০১৯-এর সঙ্গে সরাসরি এনআরসির কোনও সম্পর্কই নেই

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মোটেই ভোলবদল করেননি। তিনি কী বলেছিলেন? আগে বলেছিলেন, ‘ক্রোনোলজিটা বুঝে নিন; প্রথমে সিএএ, তার পরে হবে এনআরসি’; এখন বললেন, ‘সিএএ-র সঙ্গে এনআরসি-র কোনও সম্পর্ক নেই।’ আর একটা কথাও তিনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেছেন, ‘দয়া করে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার করবেন না।’ সবটা মিলিয়ে দেখা দরকার। প্রথমত ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার, বা এনপিআর। সরকারি মতে, ২০১০ সালে এ দেশে প্রথম এনপিআর হয়েছে। ২০১৫ সালে তা আপডেট করার সময় এনপিআর ম্যানুয়ালে বলা হয়েছিল, এনপিআর-এর অধীনে দেশের ১১৯ কোটি সাধারণ বাসিন্দার তথ্যভান্ডার (ইলেকট্রনিক ডেটাবেস) তৈরি হয়েছে। ২০২০ সালে এনপিআর ম্যানুয়ালে আবার ওই একই তথ্য জানানো হয়। অতএব সরকারি ভাবে দেশের ১১৯ কোটি বাসিন্দার এনপিআর তথ্যভান্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে। ২০২০ সালের এনপিআর আপডেট করার কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছিল। ২০১০ সাল থেকে এনপিআর-এর ঘোষিত কর্মসূচি কতটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা নিয়ে আমার অঞ্চলে সংশয় রয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, ২০১৫ সালে আমাদের কাছ থেকে এনপিআর-এর জন্য আধার নম্বর নেওয়া হয়নি। অথচ আমাদের না জানিয়ে, বিনা সম্মতিতে তা এনপিআর তথ্যভান্ডারে যুক্ত করা হয়েছে। ‘নো এনআরসি মুভমেন্ট মেটিয়াব্রুজ শাখা’-র কর্মীরা সরকারের কাছে একাধিক তথ্যের অধিকারের আবেদন করেছিল। সেগুলির মাধ্যমে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। অনেকেই এ বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। নাগরিকদের সজ্ঞান সম্মতি ছাড়া সরকারের এই প্রক্রিয়াটি বেআইনি বলেই কি বিবেচিত হবে না? অমিত শাহের হেঁয়ালিটার অর্থ হয়তো আমরা বুঝতে ভুল করছি। ২০১৯ সালে অসমে এনআরসি-তে ১৯ লক্ষের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু বাদ পড়ায় তড়িঘড়ি করে সিএএ আনা হয়েছিল। তাই তো এখনও তিনি বলছেন, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার যেন না করা হয়। ‘ক্রোনোলজি’ মেনে এনপিআর-এর মধ্য দিয়ে আসবে এনআরসি! ২০০৩ সালের সিএএ তো সে ভাবে আগেই এনপিআর- এনআরসি’র ছক তৈরি করে রেখেছে! সত্যিই তো সিএএ ২০১৯-এর সঙ্গে সরাসরি এনআরসি সম্পর্কিত নয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

লারা দত্ত

১৯৩৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাম নায়েকের জন্মদিন।
১৯৭০ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় মুকেশ কুমারের জন্মদিন।
১৯৭৮ মিস ইউনিভার্স লারা দত্তের জন্মদিন।

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই...

শান্তনু রায়

এসো হে বৈশাখ। বাংলা ১৪৩১ এর নবীন প্রভাতকে স্বাগত জানাতে একশ উনত্রিশ বছর আগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রচিত কবিতায় ব্যক্ত সার্বজনীন আনন্দ ও শুভকামনার রেশ ধরে কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—

যতটুকু আলো আছে কাল নিবে যায় পাছে ,
অন্ধকারে ঢেকে যায় গেহ;
আজ এসো নববর্ষদিনে
তটুকু আছে তাই দেহো।

বাঙ্গালি উৎসবপ্রিয় জাতি। আপামর বাঙালি এই একদিন সারা বছরের না-পাওয়ার যন্ত্রনা সাময়িকভাবে ভূলে উৎসবে মাতোয়ারা। এবার এবঙ্গেও নববর্ষ ১৪ই এপ্রিল। আর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের আবহে যুযুধান প্রার্থীরা তো বটেই দলীয় নেতানেত্রীরা ও কর্মীরা এদিনটিকে বাড়তি জনসংযোগের কাজে লাগাবেন নিঃসন্দেহে।

নববর্ষের প্রথম দিনটি বিশেষভাবে উদযাপনের রেওয়াজ খুব সম্ভবত এসেছে ইংরেজদের কাছথেকে নবজাগরণের সময়ে। ক্রমে এটি একটি বাঙ্গালির সার্বজনীন উৎসবে পর্যবসিত হল ।যদিও পয়লা বৈশাখ এর দিনে নববর্ষ উৎসব উদযাপন ধর্মীয় বিভিন্নতার উর্দ্ধে এক সামাজিক অনুষ্ঠান কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত এটি হিন্দুদের উৎসব এমন একটা ধারনা দিতে সক্রিয় কোন কোন ছিল স্বার্থান্বেষী মহল-একসময় প্রচার চলত এটি হিঁদুয়ানি সংস্কৃতি বলে ।যদিও পয়লা বৈশাখ ক্রমে ক্রমে সকল বাঙ্গালির সার্বজনীন উৎসব রুপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। হয়ত প্রত্যেক জাতিরই এভাবে আপন সংস্কৃতির মাধ্যমে অন্বেষনলব্ধ আবিষ্কার নিজস্ব অনুভূতি এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং এই ঐতিহ্যের এযনাই দৈনন্দিন জীবন যাপনের মানসিক রসদ।সালতামামী করতে গেলে দেখা যাবে চলে যাওয়া বছরে বাঙালি হারিয়েছেও অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালিকে।

নবান্নের মত নববর্ষের উদ্দেশ্য আসলে আনন্দ ও সাংসারিক কল্যান। এদিন প্রভাতে এই উপলক্ষে মঙ্গলশোভাযাত্রা পথ পরিক্রমার রীতি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। কোলকাতায়ও বর্তমানে এরকম শোভাযাত্রা বের হয়। বৈশাখ মাসেরএই প্রথম দিনটি এক শুভ দিন রুপে গন্য হয় আপামর বাঙ্গালির কাছে। ১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল এমনই বাংলা নববর্ষের দিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিখ্যাত চিনা কবি শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রিত চিনা ভাষার শিক্ষক তান-ইয়ুন-শান এর উদ্যোগে নির্মিত ‘চীনা ভবনের’ উদ্বোধন করেন। তবে এখন অনেক বাঙ্গালির কাছে বিনোদন ও সংস্কৃতি সমার্থক হয়ে গেছে। তাই নিছক বিনোদন এবং হুল্লোড়ের ভীড়ে নববর্ষ উৎসব ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার প্রাণের স্পন্দন ও গাম্ভীর্যও ।তবুও নববর্ষের আগেরদিন চড়ক,গাজন এবং তার আগের দিন নীল উৎসব যা বাংলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গ এখনও পালিত হয় এমন কি সীমিত গণ্ডির নাগরিক পরিসরেও।

তবে বাংলা ক্যালেন্ডার বা বঙ্গাব্দ কবে থেকে চালু হল এবিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। আকবরের সময় থেকেই বঙ্গাব্দ চালু হয় এরকম মতের অনুসারীদের বক্তব্য — সম্রাট আকবর প্রবর্তিত এই বঙ্গাব্দ এর সঙ্গে ইংরাজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। সেই সূত্র অনুযায়ী গ্রেগরীয়ন সৌর বছর অর্থাৎ ইংরাজী সাল ২০২৪এ বাংলা সন যে ১৪৩১ হবে তা হিসেব কষে বের করা যায়।

কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকের মতে হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারমাসের প্রচলন অনেক আগে থেকেই ছিল কারন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলেও অর্থাৎ সপ্তম শতকেই বাংলা ক্যালেন্ডার যে চালু ছিল এরকমও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

গৌড় এর রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে এই বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন বলে এমন দাবিও কিন্তু জোরালো কারণ এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। ৫৯২ বা ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। তিনি ছিলেন গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি ও বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজাও। হিউয়েন সাংএর বিবরন থেকেও জানা সেসময় রাজারা নিজেদের রাজ্যাভিষেক স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ কিছু উৎসবের আয়োজন করতেন; শিবপূজারী রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেন। হিউএন সাং এর বিবরন থেকে জানা জানা যায় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে গৌড় তথা বাংলা কৃষি, ব্যবসা বানিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদিতে যথেষ্ট উন্নত ছিল— তাঁর রাজধানী কর্নসুবর্ণ পূব ভারতে সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু ছিল — বঙ্গাব্দেরও প্রচলন এই সময়েই। শৈবপূজারী হলেও শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমান নেই। দাদা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ ও রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে যুদ্ধে পরাজিত করার মানসে বারংবার বাংলা আক্রমন করেও সফল হননি। শশাঙ্ক ছিলেন প্রবল বলশালী; বহির্শক্রর আক্রমণ রুখতে বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হিসেবে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর। তিনি ছিলেন এক উচ্চ মানসিকতার মানুষ। হিউএন সাং এর অধ্যয়ন স্থল নালন্দা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জনেও শশাঙ্কের সদর্থক ভুমিকা ছিল। সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য না হলেও বৌদ্ধাবলম্বী চিনা পর্যটক হিউএন সাং রচিত ‘সি-ইউ-কি’ গ্রন্থে বিধৃত বিবরন শুধু শশাঙ্কের আমলে বাংলার সামগ্রিক চরম উন্নতির নিদর্শন নয়— তাঁর রাজত্বকালে তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্নের অদূরে সাম্যথিয় বৌদ্ধ শাখার দশটি মঠের সমন্বয়ে বিকশিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সুস্থিত অবস্থানেরও যা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগ অপ্রমান করে। অনেকের মতে তাঁর তথাকথিত বৌদ্ধবিরোধী অবস্থান যতখানি রাজনৈতিকভাবে ছিল ধর্ম হিসেবে ততখানি নয়। উল্লেখ্য ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এবিধ অভিযোগের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে হর্ষবর্ধনের বারংবার আক্রমনে বিরক্ত ও শঙ্কিত তিনি বৌদ্ধবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন (যা হয়ত সে সময়ে খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না, বিশেষত তীব্র ব্রাহ্মন্যবিরোধী কট্টর বৌদ্ধ হর্ষবর্ধনের আমলে সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মনকুলের কনৌজ পরিত্যাগপূর্বক পূর্বে বঙ্গদেশ ও কামরূপ অঞ্চলে বসবাসে বাধ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে) তাহলেও বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলনের তাঁর কৃতিত্বের স্বীকতি দিতে কার্পন্য কেন হবে? শশাঙ্ক এক শক্তিমান হিন্দুরাজা ছিলেন এই কারণে? অন্যদিকে কিন্তু ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহনের পর আকবর যদি বঙ্গাব্দ প্রচলন করে থাকেন এবং বঙ্গাব্দের গণনায় যদি তাঁর রাজ্যাভিষেককে সূচনাবিন্দু ধরা হয় তবে এই বছর বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত ৪৬৭। এই অসামঞ্জস্য সামাল দিতে একশ্রেণীর পণ্ডিতজনেরা ব্যাখ্যা দেন যে আকবর নাকি বঙ্গাব্দের প্রচলন করেছিলেন হজরত মহম্মদের মদিনা যাত্রার বছর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যখন থেকে হিজরী বর্ষ গণনারও শুরু। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আকবর বঙ্গাব্দের সূচনা-বর্ষ নির্দিষ্ট করেন তাঁর জন্মেরও ৯২০ বছর আগে থেকে যা কতখানি বাস্তবোচিত তা ভেবে দেখার মতো। এর পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যদি ঐ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বঙ্গাব্দের সূচনা হয় তবে ১৫৫৬য় বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত ৯৩৪ এবং এবছর হওয়া উচিত ১৪০০ সাল ১৪৩০ নয়। এখানে আবার এক নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় চান্দ্রবর্ষের নিয়ম মেনে যেহেতু ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হিজরি ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৯৬৩ অব্দ ছিল বঙ্গাব্দও হবে ৯৬৩ যদিও হিজরি ক্যালেণ্ডার দেখিয়ে সৌরপঞ্জিকা ভিত্তিক বঙ্গাব্দ গণনায় এই তিরিশ বছর তফাতের কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা কিন্তু পাওয়া যায় না। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যনীয়, বঙ্গাব্দের মাস এবং বারের নাম কিন্তু হিন্দু সৌরপঞ্জিকা মতে বৈশাখ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় এবং সোম মঙ্গল বুধই রইলো,যে নামের সঙ্গে কোন মিল নেই চান্দ্রমাস অনুযায়ী ইসলামী হিজরী বর্ষপঞ্জীর সাথে। আরও বলার এই যে সম্রাট আকবর তো সারা ভারতের অধিপতি ছিলেন তিনি অন্য কোন প্রদেশ বা অঞ্চল বাদ দিয়ে যে তালুকে তিনি কখনও পা দেননি কেবলমাত্র সেই সুদূর বঙ্গদেশের জন্য এক পৃথক বর্ষপঞ্জী প্রচলন করতে প্রয়াসী হবেন? বঙ্গাব্দ যে আকবর চালু করেছিলেন এমন কোন উল্লেখ ‘আইন-ই-আকবরী’ বা অন্য কোন প্রামান্য নথিতেও নেই।যদি সত্যই তিনি বঙ্গাব্দের প্রচলন করে থাকতেন তাহলে এ ঘটনা অস্বাভাবিক নয় কি?অন্যদিকে দীন-ই-ইলাহির মতো বর্ষগণনার বিভিন্ন রীতির মিশ্রনে তারিখ-ই-ইলাহি প্রবর্তনেরও তাঁর প্রয়াস সফল হয়নি। এদিকে বাংলার কয়েকটি সুপ্রাচীন(আকবরের জন্মের সময়কালেরও আগেকার) মন্দিরগাত্রে এবং তাম্রলিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখে অনুমান করা যায় যে আকবরের জন্মের আগে থেকেই বঙ্গাব্দের প্রচলন হয়েছিল এবং হিসেব অনুযায়ী রাজা শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের সময় থেকেই-হয়ত ইসলামি হিজরি বর্ষপঞ্জীর মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানকল্পে সম্রাট আকবর বঙ্গাব্দ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় প্রচলন করেছিলেন। আবার ‘সন’ শব্দটির বাংলায় প্রচলন তিব্বতি নৃপতির নাম থেকে এমন একটি প্রচারের অপকৌশল চললেও শামসুজ্জামান খান প্রমুখের দাবি-সন ও সাল যথাক্রমে আরবি ও ফারসি শব্দ হেতু বাংলা সন বা সাল একজন মুসলিম রাজা বা সুলতানেরর প্রবর্তন্, যদিও অমর্ত্য সেন মহাশয়ও এ মতের বিরোধিতায় বলেছেন, এর ঐতিহ্যবাহী নাম বঙ্গাব্দ।

প্রসঙ্গত ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যার বঙ্গদর্শন এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ‘কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই’। রাজা শশাঙ্ক বাঙ্গালীর আত্মশ্লাঘার প্রতিভু। তাঁকে জানা ও চর্চার মাধ্যমে বাঙ্গালীর আত্মপরিচয় সন্ধানে পরিক্রমা এক সদর্থক প্রয়াস ঘটে।

বাস্তবে স্বাধীনত্তোর ভারতে ইতিহাস চর্চায় একশ্রেনীর ‘বামপন্থী’ ইতিহাসবিদের দলীয় লাইন অনুযায়ী একমাত্রিক ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠার এবং যাঁরা যথেষ্ট ‘বামপন্থী’ নন তাঁদের বৌদ্ধিক চর্চাকে অকারণ নিন্দামন্দ করে পার্শ্বিকতায় নির্বাসিত করার প্রয়াস চলত ‘বাম’মার্গীয় অসহিষ্ণুতায় বা অন্যকোন উদ্দেশ্যে। তাই হয়ত স্যার যদুনাথ সরকার, আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, জি এস সারদেশাই কিংবা ভি এস ভাটনগর প্রমুখের রচিত ইতিহাস বা তাঁদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন তেমন গুরুত্ব পায় না কোন কোন মহলে- আজও তাঁদের ইতিহাসচিন্তনের অভিমুখকে ‘হিন্দুত্ববাদী’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। যদিও অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ হয়নি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক থেকে, তার আগেও ভারতবর্ষ নামে দেশটা ছিল তার নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতি ইতিহাস নিয়ে। ঠিক তেমনই বঙ্গদেশটাও ছিল মুঘল এবং সুলতানী আমলের অনেক অনেক আগে থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের আজ কতিপয় আত্মঘাতী বাঙালি ও তাদের অনুকরণে বাঙ্গালির স্বনিযুক্ত কিছু সাংস্কৃতিক অভিভাবকরা বাংলা ও বাঙ্গালির প্রকৃত সংস্কৃতি ও ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় মেতেছেন ‘বৃহৎ বাঙ্গালি’র খোঁজে’ — এদের নিদান পয়লা বৈশাখ বাঙ্গালির নিজস্ব উৎসব গণ্য করা কুপমণ্ডুকতা, যেহেতু ‘বৃহৎ বাঙ্গালি’র বহু সংস্কৃতি বহতা ধারায় এ পুষ্ট । বাংলা নববর্ষের সাথে গৌড়রাজ শশাঙ্কের কোন সম্পর্ক না থাকার কথা প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে উদাহরন সহযোগে বোঝাতে গিয়ে এরা কটাক্ষ করেন— ইংরেজরা না থাকলে নাকি পয়লা বৈশাখের উৎসবও থাকত না। নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে কোন জাতি আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে পারেনা। তাই আত্মবিস্মৃত, শিকড় থেকে চ্যুত বাঙালি জাতিকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় আত্মপরিচিতির ইতিহাসকে, নিজ সংস্কৃতির বীজকে। বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবন সম্ভোগের বাসনা। বাঙালি এখন ‘আধুনিক’ হয়েছে।

সংস্কৃতিনগরী কলকাতারও কিছু অংশের জীবনযাপন ভাষা এবং আদবকায়দা ও ব্যবহারে মাঝে মাঝে ধন্দ লাগে, আমরা বাংলায় আছি তো — আমরা নিজেরা কতখানি বাঙালি আছি? হয়ত এসব ভাবনায় বিচলিত হয়ে সময় ব্যয় করার মত সময় যে এখন বাঙ্গালির নেই দ্রুতধাবমান সময়ের দুরন্ত প্রতিযোগিতায়।

তবু নববর্ষের বিবিধ আনন্দের মাঝেও একবার এদিন সংকল্পে আমরা প্রবৃত্ত হতে পারি: নিজ ভাষা সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়ে আত্মমর্যাদা হারিয়ে আত্মবিনাশে কালের গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার পথ থেকে এবার ঠিক অভিমুখে অভিযাত্রা হোক। আর সেই অভিযাত্রায় বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গাব্দের প্রচলনের আদি-সন্ধানে যদি কেউ ‘কর্ণসুবর্নে রাজা শশাঙ্ক অবধি পৌঁছে গিয়ে’ থাকেন তাতে দোষের কিছু হয় না— এর সঙ্গে ‘বৃহৎ বাঙ্গালি’ হওয়ার তো কোন বিরোধও নেই কারণ এ বাঙ্গালীর আত্মপরিচিতির শিকড়-সন্ধানেই গভীরে যাওয়া— প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই...এতে ঋদ্ধ হবে সকল বাঙালিই। আমাদের অবশিষ্ট বাঙালিয়ানাকে যেন ঐতিহ্যের শিকড়ের আকর্ষনকে অনুভবে-অন্বেষনে প্রানিত করুক।

দেবী অন্নপূর্ণার পুজো করলে ঘরে সর্বদা থাকবে সুখ-শান্তি, থাকবে না অন্নাভাব!

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মা অন্নপূর্ণা তিনি শক্তি আবার তিনি ভবানী। অন্নপূর্ণা পুজো বাংলার একটি প্রাচীন পুজো। মা অন্নপূর্ণার কৃপা সর্বদা ভক্তের প্রতি থাকে। মা অন্নপূর্ণার কথা মাথায় এলেই প্রথমেই মনে হয় কাশীর মা স্বর্ণময়ী অন্নপূর্ণা। তাঁর দয়াতে কাশীতে কেউ অভুক্ত থাকেনা। এই পুজো এসেছিল কাশী থেকে। বাংলার সঙ্গে কাশীর যোগ বহুকালের। মায়ের আর একটি নাম হল অন্নদা। দ্বিভূজা অন্নপূর্ণা তাঁর দুই হাতের একহাতে অন্নপাত্র ও অন্ন হাতে দর্বী (রন্ধনকালে ব্যবহৃত হাতা বিশেষ)। দেবী পার্বতী ভিক্ষারত শিবকে অন্নপ্রদান করে ক্ষ্মঅন্নপূর্ণাক্ষ্ম নাম প্রাপ্ত হন। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে মা অন্নপূর্ণার পূজা করা হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী অন্নপূর্ণার পূজা করলে গৃহে অন্নাভাব থাকে না।

দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্মে সাধারণ মানুষ থেকে রাজা, কবি, সন্ন্যাসী, ঋষি, মুনি, দেবতাদি সকলেই অভিভূত। পশ্চিমবঙ্গে অন্নপূর্ণা পূজার বিশেষ প্রচলন রয়েছে। অন্নপূর্ণা পূজা প্রধানত কালী ও জগদ্ধাত্রী পূজার মতোই একটি তান্ত্রিক পূজা। এই পুজো হয় শাক্তমতে। অবিভক্ত বাংলায় অন্নপূর্ণা পূজা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল জমিদারমহলে ও ধনাঢ্য পরিবারে। অন্নপূজার সৃষ্টি নিয়ে অনেক জনশ্রুতি রয়েছে, আর রয়েছে কিছু পৌরাণিক ব্যাখ্যা। আসলে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা বলা মুশকিল।

মার্কেণ্ডেয় পুরাণ সহ কাশীখণ্ড দেবীভাগবত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে কাশীর মা অন্নপূর্ণা সম্পর্কে নানা উপাখ্যান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশী প্রতিষ্ঠার কাহিনি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, দেবাদিদেব মহাদেব হলে আদতে শিব ভিক্ষুক। অন্যদিকে রাজার দুলালী গৌরীর তাই একেবারে হাঁড়ির হাল। এই নিয়ে সর্বদা শিব-পার্বতীর চলে অন্তঃকলহ। ক্ষোভে দুঃখে গৌরী একদিন চলে গেলেন বাপের বাড়ি। জয়া-বিজয়া তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে ওই ভিখারি শিবকে জব্দ করতে হবে। সেইমত দেবী জগতের সমস্ত অন্ন হরণ করলেন। চারিদিকে অন্নের জন্য হাহাকার দেখে শিবকে বেরিয়ে পড়তে হল অন্নের সন্ধানে। কিন্তু পার্বতীর মায়ায় কোনও জায়গা থেকেই তিনি অন্ন সংগ্রহ করতে পারলেন না। ক্ষুধায় দিশেহারা হয়ে পরেছেন মহাদেব। যেখানেই যান সেখানেই অন্ন নেই। শেষে খবর পেলেন, কাশীতে এক নারী নাকি অন্ন বিতরণ করছেন। সর্বশেষে মা লক্ষ্মীর পরামর্শে কাশীতে এলেন শিব।

চৈত্র মাসের এক শুক্ল-অষ্টমী তিথিতে অন্ন সংগ্রহের পাত্র হাতে শিব সেখানে পৌঁছলেন এবং দেখলেন, পার্বতী স্বয়ং সেখানে অন্ন বিতরণ করছেন নিজের হাতে। নিরুপায় শিব ভিক্ষাপাত্র পাতলেন নিজের স্ত্রী পার্বতীর সামনে এবং অন্নপূর্ণারূপী পার্বতী তাতে অন্নদান করলেন। মা অন্নপুর্ণার হাত থেকে অন্ন খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। কাশীতে স্বয়ং মহাদেবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির। চৈত্র শুক্লাষ্টমীতিথিতে শুরু হল দেবীর পুজো।

এইভাবে কালক্রমে কাশীর দেবী অন্নপূর্ণা হয়ে উঠলেন বাঙালির ঘরের মেয়ে। তাই বলা যেতে পারে, শিব-পার্বতীর দাম্পত্য কলহ থেকেই দেবী অন্নপূর্ণার প্রকাশ। এই পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানের উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে অন্নপূর্ণার প্রচলিত মূর্তি, যেখানে শিব দাঁড়িয়ে আছেন ভিক্ষাপাত্র হাতে আর সেখানে অন্নদান করছেন দেবী অন্নপূর্ণা। বারাণসী তো বটেই বাংলা-সহ ভারতের অন্যত্রও এই আদলের মূর্তিই দেখা যায়।

মা অন্নপূর্ণার পুজো করলে কি ফল পাবেন?

১। অন্নপূর্ণা পুজোর দিনে কোনও ভক্ত যদি মা অন্নপূর্ণার মূর্তির চারপাশ ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করেন তাহলে তাঁর পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-দ্বীপ ভ্রমণ হয়ে যায়। ২। কোনো ভক্ত যদি প্রতিদিন অন্তত আটবার দেবী অন্নপূর্ণাকে ভক্তিচিত্তে প্রদক্ষিণ করেন তাহলে মা তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেন। মায়ের আশীর্বাদে সমস্ত বাধা দূর হয় এবং সমৃদ্ধি লাভ হয়। ৩। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে বাড়ির সঠিক দিকে মা অন্নপূর্ণার ছবি বা মূর্তি স্থাপন করলে অন্ন ও অর্থের কখনও অভাব হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, মা অন্নপূর্ণার ছবি বা মূর্তি স্থাপনের জন্য বাড়ির আগ্নেয় কোণ (দক্ষিণ-পূর্ব দিক) সেরা। আসলে এই দিকটি পবিত্র বলে মনে করা হয়। ৪। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে মা অন্নপূর্ণার ছবি রান্নাঘরের উত্তর-পূর্ব দিকেও রাখা যেতে পারে। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে রান্নাঘরে মা অন্নপূর্ণার ছবি রাখলে ঘরে অন্ন ও অর্থের অভাব হয় না। সেই সঙ্গে আর্থিক সীমাবদ্ধতাও দূর হয়। ৫। বাস্তু শাস্ত্রমতে, মা অন্নপূর্ণাকে সৌভাগ্য, খাদ্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যদি বাড়িতে আর্থিক সমস্যা থাকে, তবে সৌভাগ্যের জন্য, অন্নপূর্ণার ছবি অবশ্যই লাগাতে হবে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে মা অন্নপূর্ণার ছবি বাড়িতে পূর্ব-দক্ষিণ দিকের মাঝখানে রাখতে হবে।
৬। মুগ ডালকে মা অন্নপূর্ণার প্রিয় খাবার বলে মনে করা হয়। এমন অবস্থায় মা অন্নপূর্ণাকে মুগ ডাল নিবেদন করুন। মা অন্নপূর্ণাকে মুগ ডাল নিবেদনের পর গরুকে খাওয়ান। বিশ্বাস করা হয় যে এটি করলে সম্মান এবং খ্যাতি আসে।

শাস্ত্র মতে অন্নপূর্ণার ছবি বাড়িতে সুখ-শান্তি ও ইতিবাচক শক্তির প্রবেশ ঘটায়। আসলে কথায় আছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। উপরে দেওয়া তথ্য সাধারণ অনুমান এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

হাওড়ার গ্রামে হিন্দুর স্থাপিত পীরের দরগা

অসীম কুমার মিত্র

হাওড়া জেলার জয়পুর থানা (পূর্বতন আমতা থানা)-র অন্তর্গত আমতা-ঝিখিরা সড়কের সংলগ্ন দক্ষিণে রাউতড়া গ্রামে অবস্থিত মানিক পীরের পূর্বমুখী দোচালা-রীতির একটি দরগা আকারে ছোট হলেও গুরুত্বে বড়। দরগাটি রাউতাড়ার ফুটবল মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।স্থানীয় রায়পরিবার প্রতিষ্ঠিত এই দরগার প্রবেশপথের উপরে প্রস্তরফলকে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে- ‘মানিক পীর ভরসা, সন ১২০৪ সালে তপস্বী বাঞ্ছারাম রায়ের স্বনামধন্য পুত্র স্বর্গীয় রামজয় রায় স্থাপিত দরগা তদীয় বংশধরগণ কর্তৃক সংস্কার হইল। সন ১৩৫৬ সাল ২রা বৈশাখ’।এক মুসলমান পীরের স্মৃতিরক্ষার্থে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু কর্তৃক ১২০৪ সালে (ইং ১৭৯৭) প্রতিষ্ঠিত এই আশ্চর্য পুরাকীর্তিটি ২২৯ বছর ধরে স্থানীয় হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক স্থায়ী মিলনসেতুরুপে বিরাজ করছে। ভাবা যায়! আজ থেকে ২২৮ বছর আগে হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির নজির হিসাবে উল্লেখ করার মত কীর্তি রেখে গেছেন জয়পুর থানার রাউতারা গ্রামের কেরানী বাটীর প্রতিষ্ঠাতা এক হিন্দু-রামজয় রায়। সেই পীরের দরগার সংস্কার সাধন করে তাঁর বংশধরেরা আজও ধর্মনিরপেক্ষতার যে ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন তা হাওড়ার গর্ব। কাছাকাছি বহুগ্রামের হিন্দু মুসলমান নরনারী মানিকপীরকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, তাঁর কাছে মানত করেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে মানসিকের পুজো দিয়ে যান । পীরের বাৎসরিক উৎসব হয় ২রা বৈশাখ। তখন বেশ বড় মেলা বসে। শতাব্দী প্রাচীন রাউতারা রায় ব্রাদার্স ফুটবল ক্লাবের সহযোগিতায় বসে এই মেলা। যা সয়লা বা সহেলার মেলা বলেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। এই উৎসবে মানিক পীরের গান হয়, দূরদূরান্তর থেকে হিন্দু মুসলমান ভক্তরা এসে উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্য এই পীরকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান। রায় পরিবারের বর্তমান সদস্য অপূর্ব রায় বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ রামজয় রায় শুধু দরগাই প্রতিষ্ঠা করেননি, এটির পরিচালন ব্যয়ভার বহন করার জন্য বেশ কিছু জমিও বরাদ্দ করে গেছেন। তাঁর আশা, এই মানিক পীরের দরগা সারা দেশের কাছে সম্প্রীতির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত থাকবে আবহমানকাল ধরে।

বিজেপি জুমলা বাজির দল, মিথ্যাবাদীর দল
নির্বাচনী সভায় বিস্ফোরক শত্রুঘ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: সোমবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন ময়দানে একটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গুলিয়ে ফেললেন বাংলা ভাষা। সভায় আগত সকলকে ভাষণের শুরুতেই সংবর্ধিত করতে 'শুভ নববর্ষের' পরিবর্তে বলেন, নব শুভবর্ষ। এতে সভায় আগত অনেককেই হাসতেও দেখা গেল। যাইহোক এরপর বক্তৃতার মাধ্যমে তীব্র আক্রমণ করেন কেন্দ্র সরকারকে। তিনি বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় জুমলা দল বিজেপি। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দৈনন্দিনের সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতে মন্দির, মসজিদ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার এলাকায় নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা।

সোমবার দুপুরে দুর্গাপুর-ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকের গৌরবাজার বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠে তৃণমূলের নির্বাচনী জনসভা হয়। জনসভাতে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুজিত মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা। বক্তৃতায় শত্রুঘ্ন সিনহা বিজেপি দলকে জুমলা দল বলে কটাক্ষ করেন। বলেন বিজেপি একটি মিথ্যাবাদী দল। প্রথমবার ক্ষমতায় আসার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিদেশ থেকে কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেবেন। বছরের ২ কোটি বেকারের চাকরি হবে। এই সকল প্রতিশ্রুতির কোনওটাই নরেন্দ্র মোদি পূরণ করেননি। বলেছিলেন, পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৪০ থেকে ৬০ টাকায় নামিয়ে আনবেন। বর্তমানে জ্বালানির দাম ১০০ টাকা পেরিয়ে গেছে। বলেছিলেন কৃষকদের রোজগার বছরে দ্বিগুণ হবে। বিজেপির আমলে কৃষকদের অবস্থা এতটাই করুণ হয়েছে যে কৃষকরা দেশব্যাপী লাগাতার আন্দোলনে নেমেছেন।

দুর্নীতি নিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদিকে। বলেন, মোদি বারবার বলেন, তিনি দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়বেন। এজেন্সিকে ব্যবহার করে দুর্নীতির অভিযোগ এনে দেশের একমাত্র আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে ভরে রাখা হয়েছে। বিরোধীরা যাতে ভোটে লড়তে না পারে সেজন্য বিজেপি এজেন্সিকে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত দল হচ্ছে বিজেপি। ইলেকট্রন বন্ড দুর্নীতি তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বলেন দেশের মূল সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে মোদি মন্দির মসজিদ করছেন।

কুলটিতে ফের শ্যুটআউট
গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আবারও চিনাকুড়িতে শ্যুট আউট। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যবসায়ীর। নাম উমাশঙ্কর চৌহান (৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে, সোমবার চিনাকুড়ি রেলগেটের কাছে বাজার এলাকায় রয়েছে মাইক্রো ফাইনেন্স অফিস। মৃত ব্যক্তি সুদের কারবারও চালাতেন বলে জানা গেছে। সোমবার নিজের অফিসে বসে ছিলেন উমাশঙ্কর। মুখে গামছা বেঁধে এক যুবক আসে। নিজেকে রাহুল পাসোয়ান পরিচয় দিয়ে দেখা করতে চান উমাশঙ্করের সঙ্গে। অফিসের কর্মী যখন অফিসে ঢোকেন অনুমতির জন্য তখন কাঁচের দরজার বাইরে থেকেই উমাশঙ্কর চৌহানকে লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালায় ওই যুবক। চার-পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীকে প্রথমে কুলটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতাল নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই দুষ্কৃতী অফিসে হয়তো একাই এসেছিল। গুলি চালিয়ে কোন দিকে পালিয়েছে তাদের জানা নেই। তবে অফিসের সিসি ক্যামেরা রয়েছে। বাইরেও রয়েছে ক্যামেরা। সিসি ক্যামেরার ওই ফুটেজ দেখেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক অনুমান ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন থেকেই শত্রুতা। তার জেরেই হয়তো খুন ওই ব্যবসায়ী। উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাসে একইভাবে কুলটির চিনাকুড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল আর এক সুদ কারবারির। তার নাম ছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি অংশগ্রহণ করলেন পাণ্ডুয়ার একটি হরিনাম সংকীর্তণে।

পূর্ব পাঁশকুড়া বিধানসভার তমলুক লেকাসভার বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গাঙ্গুলির ভোট প্রচার।

বাংলায় বিজেপির সংকল্পপত্র প্রকাশ করলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম কাজ হবে দুর্নীতি বন্ধ করা। সোমবার রাজ্য বিজেপির তরফে ইস্তাহার প্রকাশ করে এমনটাই দাবি করলেন সুকান্ত মজুমদার।

সোমবার দুপুরে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে সংকল্পপত্র প্রকাশ করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সংকল্পপত্রে কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সেইসব তুলে ধরেন তিনি। সুকান্ত বলেন, 'এবারে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সবার প্রথম কাজ হবে দুর্নীতি বন্ধ করা। মোদির সেই মহান উক্তি 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' অর্থাৎ 'ঘুষ খাব না, কাউকে খেতেও দেব না', তা বাংলাতেও কার্যকরী হবে।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী, জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, রবিবারই লোকসভা নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে বিজেপির তরফে। যদিও বিজেপির তরফে এটিকে সংকল্পপত্র বলা হয়েছে, সেখানে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও দাবি করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা করলেন।

প্রচারে বেরিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে শতাব্দী রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: জোরকদমে ভোটের প্রচার সারছেন বীরভূম লোকসভার তৃণমূলের তারকা প্রার্থী শতাব্দী রায়। তবে গত কয়েকদিন ধরে প্রচারে বেরিয়ে এলাকাবাসীদের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া শুনতেই ব্যস্ত শতাব্দী। এই যেমন, সোমবার প্রচারে যেতে গিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ বীরভূমের সাঁইথিয়া এলাকায় আটকে থাকেন শতাব্দী। শতাব্দীকে সামনে পেয়ে রীতিমতো অভিযোগের ঝুলি মেলে ধরেন গ্রামবাসীরা। আবাস প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ করেন কয়েক জন আবার পানীয় জলের সমস্যা, ভালো রাস্তারও দাবি করেন শতাব্দীর কাছে। শতাব্দীর কাছে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে পানীয় জলের অসুবিধার কথা বলা হলেও সেই সমস্যার সুরাহা করেনি প্রশাসন। এমনকী, গ্রামে বেশ কিছু রাস্তা সারাই হয়নি।

তবে এলাকাবাসীদের এমন অভিযোগকে মোটেই ক্ষোভ হিসেবে দেখছেন না শতাব্দী। বরং তাঁর কাছে বাড়ির মেয়ের কাছে আবদার করেছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, সামনেই ভোট। তীব্র রোদ, গরম উপেক্ষা করে দিনরাত চলছে প্রচার।

মেকআপ আর্টিস্টকে ধর্ষণের অভিযোগ বকখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফ্রেজারগঞ্জ: মেকআপ আর্টিস্টকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রোডাকশন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বকখালিতে। সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ডানলপের একজন মেয়ে শ্যুটিংয়ের জন্য মেকআপ আর্টিস্টের কাজে বকখালিতে আসে। তারপর প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল ঘোষ তাকে হোটেলের একটি রুমে টিমের সঙ্গে থাকতে রাজি করায়। ওই দিন ভোরবেলা প্রায় ৩টে নাগাদ মেয়েটি ক্লান্তির কারণে তন্দ্রা অনুভব করতে শুরু করে তখন রাহুল ঘোষের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে যখন সে জেগে ওঠে তখন সে বুঝতে পারে যে রাহুল ঘোষ তাকে ধর্ষণ করেছে। অভিযোগকারী ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় লিখিত ডায়েরি করে।

অভিযোগকারীর এই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা তদন্তে নেমে রাহুল ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বিরুদ্ধে আইপিসি ধারায় বেশকিছু অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

সীমান্তে উদ্ধার কোটি টাকার সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রায় এক কোটি ৪২ লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী টুঙ্গি বিওপি ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে এক কেজি ৯৩৪ গ্রাম সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। যার বাজার আনুমানিক মূল্য এক কোটি ৪১ লক্ষ ৮ হাজার ৫৩০ টাকা। বিএসসি সূত্রে জানা গেছে, তার কাঁটার ওপার থেকে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিক থেকে এই সোনার বিস্কুট ছোঁড়া হয় ভারতের সীমান্তের দিকে। বিএসএফের কাছে আগাম খবর ছিল যে টুঙ্গি সীমান্তে দিয়ে সোনার বিস্কুট পাচার হতে পারে। সেই মতো বিএসএফের জওয়ান ও আধিকারিকরা তৈরি ছিল। বাংলাদেশ সীমান্তের দিক থেকে তারকাঁটার ওপার থেকে দু'জন বাংলাদেশি এই সোনার বিস্কুট ভারতের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া মাত্রই ভারতীয় সীমান্তে এক ব্যক্তি সেই বিস্কুট কুড়াতে যায়। কর্তব্যরত বিএসএফ কর্মীরা তাদেরকে তাড়া করলে সে পালিয়ে যায় এবং বিস্কুট দুটি বিএসএফ জওয়ানরা উদ্ধার করে। সীমান্তে বিএসএফের কড়া প্রহরা ও তৎপরতার কারণেই এত পরিমাণ সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : আসানসোল
উদরেজ ভবন, ৩য় তল
৮, জি টি রোড (পশ্চিম)
আসানসোল - ৭১৩ ৩০৪, প.ব.

শাখা স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং গ্রাহকগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উখরা ব্রাঞ্চ, ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ** থেকে কার্যকর হিসেবে নতুন প্রেমিসেসে স্থানান্তর/পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে-

বর্তমান কার্যকরী শাখা প্রেমিসেসের নাম এবং ঠিকানা	নতুন /পরিবর্ত শাখা প্রেমিসেসের নাম এবং ঠিকানা
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উখরা শাখা প্রযত্নে প্রয়াত বলরাম দে, বলরাম দে মার্কেট বিল্ডিং, এম জি রোড, উখরা, পিন - ৭১৩ ৩৬৩	**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উখরা শাখা** প্রযত্নে শ্রী দেবাশিস বাজপেয়ি এবং শ্রী আশিস বাজপেয়ি, বাজপেয়ি মোড়, এলআইসি বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, পোস্ট - উখরা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩৬৩

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত পরিবর্তন বিষয়ে অবহিত হতে এবং ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ থেকে উক্ত ঠিকানায় কার্য পরিচালিত হবে। গ্রাহকগণকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন পরিবর্তিত প্রেমিসেসে তাদের অ্যাকাউন্ট/ লকার পরিচালন বিষয়ে সুবিধা গ্রহণ করতে উক্ত তারিখ থেকে। আরও বিস্তারিত জানতে (আবশ্যক মতে) গ্রাহকগণ ব্যাঙ্কের শাখা প্রবন্ধক/অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

তারিখ - ১৫.০৪.২০২৪ জোনাল ম্যানেজার, জোনাল অফিস, আসানসোল

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : আসানসোল
উদরেজ ভবন, ৩য় তল
৮, জি টি রোড (পশ্চিম)
আসানসোল - ৭১৩ ৩০৪, প.ব.

শাখা স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং গ্রাহকগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীপুর ব্রাঞ্চ, ২২.০৪.২০২৪ তারিখ** থেকে কার্যকর হিসেবে নতুন প্রেমিসেসে স্থানান্তর/পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে-

বর্তমান কার্যকরী শাখা প্রেমিসেসের নাম এবং ঠিকানা	নতুন /পরিবর্ত শাখা প্রেমিসেসের নাম এবং ঠিকানা
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীপুর শাখা লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েত বিল্ডিং, গ্রাম এবং পোস্ট - লক্ষ্মীপুর, থানা - পূর্বস্থলী, কাটোয়া, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পব, পিন - ৭৪৩ ২৫১	**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীপুর শাখা** প্রযত্নে শ্রীমতি শুভরানী চ্যাটার্জি গ্রাম এবং পোস্ট - লক্ষ্মীপুর, থানা - পূর্বস্থলী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৫১২

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত পরিবর্তন বিষয়ে অবহিত হতে এবং ২২.০৪.২০২৪ তারিখ থেকে উক্ত ঠিকানায় কার্য পরিচালিত হবে। গ্রাহকগণকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন পরিবর্তিত প্রেমিসেসে তাদের অ্যাকাউন্ট/ লকার পরিচালন বিষয়ে সুবিধা গ্রহণ করতে উক্ত তারিখ থেকে। আরও বিস্তারিত জানতে (আবশ্যক মতে) গ্রাহকগণ ব্যাঙ্কের শাখা প্রবন্ধক/ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

তারিখ - ১৫.০৪.২০২৪ জোনাল ম্যানেজার, জোনাল অফিস, আসানসোল

মালদার শিহিপুর এলাকায় হামলার মুখে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, তদন্তে রেল পুলিশ, নজরদারি বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় আবারও নতুন করে আতঙ্ক ছড়াল। এবারে চলন্ত ওই এক্সপ্রেস ট্রেনের সংরক্ষিত সি-৮ কোচের জানালায় পাথর ছুঁড়ে ভাঙার অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার চাঁচল মহকুমার রতুয়া থানার সামসি স্টেশনের থেকে সামান্য দূরে শিহিপুর এলাকায়। যদিও ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছতেই যাত্রীদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার তথ্যের নথিভুক্ত করে রেল পুলিশ। পরবর্তীতে এনজিপি থেকে হাওড়া যাওয়ার সময় রাতে মালদা টাউন স্টেশনে বলতে ভারত এক্সপ্রেস দাঁড়ালে, ট্রেনে থাকা কর্তব্যরত কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন মালদার জিআরপি এবং রেল পুলিশের কর্তারা।

যদিও ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে সেটি এনএফ রেলের কাঠিহার ডিভিশনের অধীনে। ফলে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি।

বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের একাংশ যাত্রীরা রেল পুলিশকে জানিয়েছেন, এদিন হাওড়া থেকে এনজিপিগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে সামসি স্টেশন পেরোতেই আচমকায় জানালার কাছে পাথরের আঘাত লাগে। যার ফলে সি- ৮ কোচের জানালার একটি বড় অংশ ভেঙে যায়। সেই সময় যাত্রীদের চিৎকার চেঁচামেচিতেই ওই এক্সপ্রেস ট্রেনে উপস্থিত রেল কর্তৃপক্ষ সাময়িক সময়ের জন্য ট্রেনটির দাঁড় করায়। এরপর নতুন করে সেই ট্রেনটি চালু হয়। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের জানালার কাঁচ ভাঙার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায়।

ওই ট্রেনের সি-৮ কোচের একাংশ যাত্রীদের বক্তব্য, এর আগে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হওয়ার পর মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর এবং পরবর্তীতে কিশানগঞ্জ এলাকাতেও পাথর ছুঁড়ে জানালার কাঁচ ভাঙা হয়েছিল। এরপরে আবারো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। এরফলে আতঙ্কিত যাত্রীরা। পুলিশ ও প্রশাসনকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই তদন্ত করে দেখা উচিত। যে সব এলাকায় এই ধরনের পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ঘটছে, সেখানে অন্তত সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো উচিত। নইলে দুষ্কৃতীদের ধরা সম্ভব নয়। পাশাপাশি ট্রেনের জানালার কাঁচে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা বন্ধ করতে রেল কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক প্রচার ও উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

এদিকে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, যে এলাকায় এই পাথর ছোঁড়ার ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা যায়নি। যেহেতু এটা এনএফ রেলের অধীনে, ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

Form No. URC - 2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI

[Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at Kolkata that **"MENOKA FABRICS"** a partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.
2. The principal objects of the company are as follows:
   i) Dying the Hosiery Fabrics
   ii) Finishing Works of Textile Raw Materials
   iii) Such other works as related to main objective of the Company.
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at VILL - UTTAR JOJRA, P.O. - ROHANDA, P.S. - BARASAT, 24 PARGANAS NORTH, KOLKATA - 700135.
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Nizam Palace, 2nd MSO Building, 2nd Floor, 234/4, A.J.C. B. Road, Kolkata - 700020 within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this 10th day of April 2024

Name(s) of Applicant
1. BIDHAN SAHA (Partner)
2. SUSHMITA SAHA (Partner)

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ, অনুমোদনের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে যা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রেরণ মঙ্গলবার ৯ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে। ভোটের সময় শুরু হবে বুধবার ১০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় এবং সমাপ্ত হবে বৃহস্পতিবার ৯ মে, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায়। ই-ভোটিং মডিউল এনএসডিএল কর্তৃক অকার্যকার করা হবে ভোট গ্রহণের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট সময় পরবর্তীতে এবং পোস্টাল ব্যালট গ্রহণ সদস্যদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখের পর অবৈধ বলে গণ্য হবে। উক্ত নোটিশ, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার নির্দেশাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট http:/www.wpil.co.in/investor-services.php এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট http:/www.evoting.nsdl.com থেকে। ই-ভোটিং এবং পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যদের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যগণ এনএসডিএল-এর নিঃশুল্ক ফোন নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লি.-এর ফোন নম্বর (০৩৩) ৪০৭২ ৪০৫১-৫৩ সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
১৫ এপ্রিল, ২০২৪

এবার মহিলা পরিচালিত বুথের ওপর নজর নির্বাচন কমিশনের

মালদায় থাকছে মোট ৬০টি মহিলা পরিচালিত বুথ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভোট করানোর ক্ষেত্রে মহিলা পরিচালিত বুথের ওপর নজর দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি এবারে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রেও অসংখ্য মহিলা ভোট কর্মীদের নিয়েও থাকছে নির্বাচনী বুথ। যেখানে ভোট দাতাদের ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্ত কাজই করবেন মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার থেকে কর্মীরা। এমনকী কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রেও পুরুষের পাশাপাশি মহিলা কর্মীও রাখা হতে পারে বলেও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে মহিলা পরিচালিত বুথ কর্মীদের নিয়েও ভোটের প্রশিক্ষণ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। কিভাবে ভোটদাতারা ভোট দেবেন এবং সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলা পরিচালিত বুথগুলিতে কিভাবে কাজ করতে হবে, সে ব্যাপারে ধাপে ধাপে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ হয়েছে। মূলত আইসিডিএস কর্মী, সুপারভাইজার, প্রাইমারি এবং হাইস্কুলের শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মীদের নিয়েই এই মহিলা পরিচালিত বুথ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় দুটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা। এই দুটি লোকসভা কেন্দ্রের দুর্গম এলাকায় নির্বাচনী বুথও রয়েছে। এমনকী গঙ্গার চরেও ভোটদাতাদের জন্য বুথ থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের অতটা দূরে যেতে হবে না। ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা শহরকেন্দ্রিক মহিলা পরিচালিত বুথ থাকবে। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লকের বিডিও অফিস সংলগ্ন মহিলা পরিচালিত বুথ থাকবে। যেখানে ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রেই মহিলা কর্মীরাই কাজ করবেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এবছর মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ৬০টি মহিলা পরিচালিত বুথ থাকবে। প্রতিটি বুথে প্রিসাইডিং অফিসার-সহ চারজন করে মহিলা ভোট কর্মী থাকবেন। প্রাথমিকভাবে এই ৬০টি বুথের জন্য ২৪০ জন মহিলা ভোট কর্মী কাজ করবেন। আরো ৬০ জন অতিরিক্ত মহিলা ভোট কর্মীর রিজার্ভে রাখা হবে। যেকোনো ক্ষেত্রে মহিলা পরিচালিত বুথে কোনো কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়লে, দ্রুত সেখানে রিজার্ভে থাকা অন্য কর্মীকে দিয়ে কাজ করানো হবে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সবরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কেশপুরে এবার ভোট লুট আটকাব: হিরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: এবার দেখব কিভাবে তৃণমূল আতঙ্ক ছড়াতে এবং ভোট লুট করতে পারে, সোমবার কেশপুরে প্রচারে গিয়ে সেখানকার অত্যাচারিত পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলার সময় তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এ কথা বলেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। গত লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্রের ৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী দেব সর্বমোট ২০ হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন। কিন্তু কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গণনার পর দেখা যায় শুধুমাত্র কেশপুরেই এক লক্ষের কাছাকাছি ভোটে লিড পান দেব। সেই বাম আমল থেকে প্রতিটি নির্বাচনেই কেশপুরে সন্ত্রাস ও ভোট লুটের অভিযোগ সামনে এসেছে।

সোমবার দুপুর বেলায় কেশপুরের ১ নম্বর অঞ্চলের ওরামি গ্রামে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ধারে একটি নলকূপে জল নিতে আসা আদিবাসী মহিলাদের হাতের থেকে জলের মগ নিয়ে জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটান। এরপর এক নম্বর অঞ্চলের তুষখালি গ্রামে তৃণমূলের হাতে অত্যাচারিত বিজেপি কর্মী বিভাস রানা, পলাশ হাজারী ও মন্টু পানের বাড়িতে যান। বিভাস রানার বাবা ও মায়ের মুখ থেকে তৃণমূলের হুমকি ও অত্যাচারের কাহিনি শোনেন। ভেঙে দেওয়া ঘরবাড়ি গুলি দেখেন। পরিবারগুলির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বিজেপি প্রার্থী সাংবাদিকদের বলেন, কেশপুরের বেশ কয়েকটি অঞ্চল ঘুরে দেখলাম, কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জাওয়ানদের টহল হচ্ছে না। নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করার। আমি জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং নির্বাচন কমিশনারের সমস্ত আধিকারিকের কাছে অনুরোধ করব আপনারা বিষয়টি দেখুন। কেশপুরের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বিজেপির পতাকা ব্যানার খুলে ফেলা হচ্ছে। আগের মতোই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।

হিরণ চট্টোপাধ্যায় ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ দেবকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, আপনি কেশপুরের মানুষের ওপর পুলিশ এবং তৃণমূলের হার্মাদ দিয়ে অত্যাচার চালিয়ে ভোট লুট করে সাংসদ হচ্ছেন অথচ কোনও কাজ করছেন না। দেবের উদ্দেশ্যে হিরণ বলেন, কর্মীদের আপনি বলুন ভোট লুট না করতে। যদি কোনও ধরনের এরকম ঘটনা ঘটে, তাহলে ভোটের দিন কেশপুরে দাঁড়িয়ে থেকে ভোট লুট প্রতিহত করব। আদিবাসীদের পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী প্রচারের পর বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় মধ্যাহ্নভোজন করেন বিজেপির এক নম্বর জেলা পরিষদের প্রার্থী মমতা মাহাতোর বাড়িতে। হিরণের সারাদিনের নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে।

এবারের নির্বাচনে টিআরপি পাচ্ছে চ্যালাকাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এবারের লোকসভা ভোটে টিআরপিনিচ্ছে চ্যালাকাঠ। বিরোধীদের চ্যালাকাঠ দিয়ে মারার নিদান দিচ্ছেন রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল। বিজেপি নেতার পর এবার তৃণমূল নেতা, আবারও চ্যালাকাঠ ও ঝাঁটা দিয়ে বিরোধীদের মারার নিদান। এবার বসিরহাটের তৃণমূল নেতার দাওয়াই বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস ভোট চাইতে আসলে চ্যালা কাঠ নিয়ে যুব সমাজ রেডি থাকবেন, মা বোনেরা ঝাঁটা নিয়ে তৈরি থাকবেন।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বিবিপুর বেগমপুর তৃণমূলের পথসভায় প্রকাশ্য হুমকি তৃণমূল নেতা মিয়াজুল ইসলাম বাবুয়ার। তিনি বলেন, ভোট চাইতে আসলেই চ্যালা কাঠ দিয়ে পেটাবেন। বসিরহাট লোকসভার অন্তর্গত বিবিপুর বেগমপুর পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতির এহেন বক্তব্যে চক্ষু চড়ক গাছ। বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সমর্থনে পথ সভায় এই কথা বলেন তিনি। ইতিমধ্যেই সেই বক্তব্য ভাইরাল।

নতুন বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআই(এম) প্রার্থী তথা পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড মহঃ সেলিম এর নির্বাচনী প্রচার ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে জলঙ্গি বিধানসভার কাহারপাড়া এলাকায় মানুষের বিপুল ভিড়। ছবি: নুরুল ইসলাম খান

উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে হদিস মিলল নিখোঁজ কিশোরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অবশেষে হদিশ মিলল নিখোঁজ কিশোরীর। টিউশন যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি দিনের শেষে। নিখোঁজ হয়ে যায় সে। ওই কিশোরীর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার অন্তর্গত একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। ঘটনা সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গত ইংরেজির ১২ মার্চ সকালে মাধবডিহি থানা এলাকার ১৭ বছর বয়সি এক কিশোরী টিউশন যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরয়। এরপর হঠাৎই নিখোঁজ হয় সে। বাড়ির লোকজন বহু খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে উপায় না দেখে মাধবডিহি থানার দ্বারস্থ হয় নিখোঁজ কিশোরীর পরিবারের লোকজন। পুরো ঘটনাটি থানায় জানানোর পর মাধবদিহি থানায় একটি নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। তদন্তের ভার দেওয়া হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর অরিন্দম চ্যাটার্জিকে। তদন্ত চলাকালীন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এবং উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রহড়া থানার অন্তর্গত আনন্দপল্লি থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করেন কেসের তদন্তকারী অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর অরিন্দম চ্যাটার্জি। ওই কিশোরীর হদিস পাওয়ায় তার পরিবারের লোকজন সহ এলাকাবাসীর খুব খুশি। মাধবডিহি থানার পুলিশ অফিসারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা। সোমবার ওই কিশোরীকে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়েছে।

টিএমসির কোথাও কোনও সংগঠন নেই গুন্ডা আর পুলিশ আছে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: টিএমসির কোথাও কোনো সংগঠন নেই, গুন্ডা আছে আর পুলিশ আছে। আমি সবসময় ব্যাট বল রাজনীতি ক্যারেটে সব করেছি এখনও করি, সে জন্য আমার সামনে আসতে লোকে একটু ভয় পায়। যে এসেছে সেও বুঝতে পেরেছেন। সোমবার বর্ধমান শহরের সদরঘাট ময়দানে প্রাতঃভ্রমণ সেরে তেলিপুকুর এলাকায় চা চক্রে অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন সদরঘাটে প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে চৈত্র ছট বিহারী সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠানের যোগদান করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। চৈত্র ছট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সেখানে ঠেকুয়া বিলি করেন সকলের উদ্দেশ্যে।

চায়ে পে চর্চায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও বলেন, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের উদ্দেশ্যে বলেন, চিরদিনই উনি ফিকে। যে রিটায়ার্ড আর টায়ার্ড তার কাছ থেকে কি আশা করা যায়। উনি নিজেও বুঝতে পারছেন এখানকার জনতা আর নিচ্ছে না। পার্টির লোকেরাই বেরচ্ছেন না ওনার সাথে। ওরা ওদের ব্যাপারটা দেখে নেবে আমরা আছি মানুষের সঙ্গে। পঞ্চায়েতে বিজেপি জিততে পারে না সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, পঞ্চায়েত ভোটে পুলিশদের গুন্ডা দিয়ে ভোট লুট করা হয় পরের পঞ্চায়েতে দেখে নেবেন।

খড়ের হাঁড়ি কাঠে সন্দেশ বলি হয় আরামবাগের হালদার বাড়ির বাসন্তী পুজোয়

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

প্রত্যেক বছরের মতোই এই বছরও আরামবাগ নবপল্লির হালদার বাড়িতে ধুমধামের সঙ্গে আয়োজন করা হয় বাসন্তী পুজোর। ঐতিহ্য ও পরম্পরা ধরে রেখে হালদার বাড়িতে কয়েকশো বছর ধরে দেবীর আরাধনায় হয়ে আসছে। পারিবারিক পুজো হলেও এই পুজোয় এলাকাবাসীদের অংশগ্রহণ থাকে চোখে পড়ার মতো। আত্মীয় ও পড়শিদের নিয়ে জমে উঠেছে এবারের পুজো। ষষ্ঠীর দিন থেকেই পুজোর বহু মানুষের সমাগম হয় দেবীর পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য। নিয়ম মেনেই ষষ্ঠীর অধিবাস থেকেই শুরু হয়েছে। এই পুজোর বিশেষত্ব হল এখানে একচালা ঠাকুরের পুজো করা হয়। পশুবলির বদলে খড়ের হাঁড়ি কাঠে সন্দেশ বলি হয় আরামবাগের হালদার বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন বাসন্তী পুজোয়। উল্লেখ্য,পুরাণ মতে রাজা সুরথ করেন বাসন্তী পুজো এবং রাবণ বধের আগে রামচন্দ্র করেন শারদীয়া দুর্গাপুজো। সেনযুগে যে বাসন্তী দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল, সেখানে রামের জন্মতিথিকে এই পুজোর নবমীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যা রামনবমী নামে পরিচিত। সেনযুগ ও পাল আমলের বৌদ্ধ আধিপত্যের স্থানে বাংলায় হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার ফলস্বরূপ উত্তর ভারতের বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক আরাধনাকে সংযুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অপরদিকে, সাহিত্যিক রাধারমণ রায় লিখেছেন, সেনযুগে দুর্গাপুজো পরিণত হয় রাজ- রাজা আর দস্যু-তস্করের পুজোয়। রাজ-রাজরা এই পুজো করতেন বছরের শ্রেষ্ঠ ঋতু বসন্তকালে। যখন প্রকৃতি ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে উঠত, তখন গরিব প্রজাদের কাছ থেকে খাজনার নামে ছিনিয়ে আনা রক্তরাঙা টাকায় রাজা-জমিদাররা দুর্গাপুজো করতেন জৌলুস-জাহিরের জন্য। তখন এই পুজোর নাম ছিল বাসন্তী। যাইহোক আরামবাগের হালদার বাড়ির নতুন সদস্যা নববধূ ঈপ্সিতা হালদার জানিয়েছেন, আমি বিয়ের আগে থেকেই এই পুজোর কথা শুনেছিলাম। আমার বাড়ির পুজোতে অংশ নিতে পেরে ভালো লাগছে। বাড়ির পুজোয় আমি একদমই নতুন। দুই বছর ধরে এই পুজোয় সামিল হয়েছি। খুবই ভালো লাগছে এই পুজো উদ্যোক্তাদের একজন হতে পেরে। অপরদিকে ওই পরিবারের সদস্য দিলীপ কুমার হালদার বলেন, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের বাসন্তী পুজো আদি দুর্গাপুজো। সেই ঐতিহ্য মেনে বংশ পরম্পরায় সেই পুজো হয়ে আসছে। বাড়ির বড় গৃহবধূ অর্পিতা হালদার বলেন, বাড়ির গৃহবধূ হিসাবে প্রত্যেকদিনই পুজোর কাজে অংশ নিতে হচ্ছে। সকলের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে পুজোর কাজ করতে ভালো লাগছে। সবমিলিয়ে আরামবাগের হালদার বাড়ীর বাসন্তী পুজোয় প্রাচীন ঐতিহ্যের পরম্পরা বহমান বলা যায়।

লক্ষ্মীর ঘট মাথায় নিয়ে তৃণমূলের নির্বাচনী সভায় এলেন শতাধিক মহিলা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে অ্যাকাউন্টে ঢুকছে ১ হাজার টাকা। আর তারপরেই গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের উচ্ছ্বাস আটকে থাকেনি। রীতিমতো মাথায় লদীর ঘট নিয়েই আবির ও রং খেলে রাস্তায় নেমে পড়লেন শতাধিক মহিলারা। স্লোগান তুললেন মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প লদী ভাণ্ডারের। সোমবার দুপুরে কড়া রোদের মধ্যেও এমনই দৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়েছে মোথাবাড়ি বিধানসভার কালিয়াচক ২ ব্লকের অন্তর্গত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াগ্রাম টিটিপাড়া এলাকায়। যদিও এদিন ওই এলাকায় দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে একটি নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ করেই শতাধিক মহিলারা মাথায় লদীর ঘট নিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। তীব্র দাবদহ উপেক্ষা করেই যেন আনন্দের সীমা ছিল না গ্রামের মহিলাদের মধ্যে।

নয়াগ্রাম টিটিপাড়া গ্রামের মিছিলে সামিল মহিলারা বলেন, লদীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে পেয়েছি এক হাজার টাকা। তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সেটি বেড়ে হয়েছে ১২০০ টাকা। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্য। গ্রামীণ এলাকার ঘরোয়া মহিলাদের জন্য যিনি ভেবেছেন সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্যই আমরা আজকে খুশির মিছিল করেছি।

এদিকে দিন নয়াগ্রাম টিয়াপাড়া এলাকায় দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে একটি নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রার্থীর পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ দলের জেলা নেতৃত্ব। হঠাৎ করে এই নির্বাচনী সভায় শতাধিক মহিলারা মাথায় লদীর ঘট নিয়েই ঢুকে পড়েন। যা দেখে রীতিমতো আবেগে আপ্লুত হয়ে যান মন্ত্রী থেকে দলীয় প্রার্থী।

নয়াগ্রাম গ্রামের গৃহবধূ সবিতা মণ্ডল, পপি মহালদার, আঞ্জুমা খাতুনরা বলেন, আজকের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারেই শুধু শুধু কে বা টাকা দেয়। মধ্যবিত্ত ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী

যে ভাবনা চিন্তা করেছেন তাকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। ৫০০ টাকার বদলে অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা ঢুকেছে। সংসার চালানোর ক্ষেত্রে এই টাকায় অনেক কাজে লাগবে। সেই জন্য উচ্ছ্বাসিত হয়েই গ্রামের সকল মহিলারা মিলেই লদীর ঘট নিয়েই রাস্তায় নেমে পড়েছি, অকাল হোলিও খেলেছি। আর এই বাঁধনহারা আনন্দে এদিন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনও সামিল হন।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই বাংলার মানুষের জন্য যেভাবে উন্নয়ন শুরু করছেন, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ওই গ্রামের অসংখ্য মহিলারা মাথায় লদীর ঘট নিয়েই হেঁটে বেরিয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে অকাল হোলি খেলেছেন। ওদের আনন্দ দেখে আমিও আবেগে আপ্লুত হয়েছি। এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে কিভাবে উচ্ছ্বাসিত তা এদিনের মহিলাদের মিছিলই প্রমাণ করে দিয়েছে। যদিও এদিন ওই এলাকায় একটি নির্বাচনী কর্মিসভা ছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানকেই দু'হাত তুলে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছি। আমাদের আশা এবারে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে খুব ভালো ফল করবে তৃণমূল।

তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান বলেন, নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। যেখানেই যাচ্ছি অসংখ্য দলের কর্মী ও সমর্থকরা রাস্তায় নেমে সারাদিন নির্বাচনী প্রচারে কাজ করছেন। বাড়ি থেকে মানুষ বেরিয়ে এসে ফুল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করছে। তাই এবারের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ের আশা করছি।

প্রচারের মাঝে অসুস্থ বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা ও মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: বৈশাখের শুরুতে শুরু হয়েছে তাপপ্রবাহের দাপট। তারই মধ্যে চলছে ভোট প্রচার। আর সেই ভোট প্রচার করতে গিয়ে অসুস্থ হলেন মিথুন চক্রবর্তী। এদিন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার হয়ে প্রচারে বেরিয়ে মাঝপথে অসুস্থ বোধ করেন তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী। হুড খোলা গাড়ি থেকে নেমে নিজের গাড়িতে করে চলে যান। এর পর কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে প্রচার করেন মনোজ টিগ্গা। তবে পরবর্তীতে তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রবল গরমের কারণেই এই অসুস্থতা।

প্রখর রোদকে উপেক্ষা করেই মাঠে -ময়দানে নেমে প্রচার চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। সভা, মিটিং-মিছিল লেগেই রয়েছে। সোমবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার হয়ে প্রচারে যান মিঠুন চক্রবর্তী। হুড খোলা গাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি। গরমে আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন। মাঝপথেই রোড শো ছাড়েন মিঠুন চক্রবর্তী। পায়ে হেঁটে বাকি পথ হাঁটতে শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। কিছুটা পথ যাওয়ার পর তিনিও গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এদিকে আলিপুরদুয়ার ডিআরএম চৌপথি থেকে মিঠুনের রোড শো হওয়ার কথা ছিল আলিপুরদুয়ার চৌপথি পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তার দুধারে ভিড় করেছিলেন আমজনতা। কিন্তু মিঠুনকে না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন অনেকেই। প্রসঙ্গত, চড়া রোদে প্রচারে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেক প্রার্থীই। শনিবারই প্রচারে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী তথা রাজমাতা অমৃতা রায়। তার আগে অসুস্থ হয়েছেন আরও দুই প্রার্থী রেখা পাত্র ও হাজি নুরুল ইসলাম।

নির্বাচনী বন্ড নিয়ে বিরোধীদলগুলো অপপ্রচার করছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্টের নাম না করে নির্বাচনী বন্ড বাতিলের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লোকসভা ভোটপর্ব শুরুর চার দিন আগে সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর মন্তব্য, 'দেশকে কালো টাকার দিকে ঠেলে দেওয়া হল!'

সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি 'অসাংবিধানিক' বললেও নির্বাচনী বন্ডের পক্ষে সওয়াল করে সংবাদ সংস্থাকে মোদি জানান, ভোটে কালো টাকা ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই ওই ব্যবস্থা (নির্বাচনী বন্ড) চালু করা হয়েছিল। তাঁর মন্তব্য, 'যদি সৎ প্রতিফলন দেখা যায়, সকলেই এক দিন এ নিয়ে অনুশোচনা করবে।' সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কখনওই বলিনি একটি সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত। কিন্তু বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী বন্ড নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে।'

২০৪৭ সালের মধ্যে তাঁর 'বিকশিত ভারতের' পরিকল্পনা রূপায়ণের স্লোগান ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন তুলেছে রাজনীতিতে। তৈরি হয়েছে নানা আশঙ্কা। ওই সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে কোনও জনগোষ্ঠী বা শ্রেণির শঙ্কার কোনও কারণ নেই। তিনি বলেন, 'ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কাউকে ভয় পাওয়ানো বা দমন করা আমার সরকারের লক্ষ্য নয়। যখন আমি বলি 'আমার বড় পরিকল্পনা রয়েছে', তখন কাউকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমি কাউকে ভয় দেখানো বা তাড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিই না। আমি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নিই।'

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার নিরিখে ভারতকে উন্নত বিশ্বে পরিণত করার পাশাপাশি সুস্থিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি তাঁর 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ। কেন এমন পরিকল্পনা তাঁর সরকার গ্রহণ করল, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোদি বলেন, 'আমি সব সময় সঠিক পথে চলার চেষ্টা করেছি। তবুও আমি দেখতে পাই, যে আমার দেশে এত চাহিদা রয়েছে। আমি কী ভাবে প্রতিটি পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করব, সেটাই বলার চেষ্টা করছি এই পরিকল্পনায়।'

এএনআইকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে 'এক দেশ এক ভোট'-এর মতো বিতর্কিত বিষয়েও মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। 'এক দেশ এক ভোট' পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, 'বার বার নির্বাচনের আয়োজন করতে গেলে উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষতি হয়।' প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটি 'এক দেশ এক ভোট' কার্যকরের বিষয়ে ইতিবাচক সুপারিশ করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা প্রতিশ্রুতি মতোই এই কর্মসূচি রূপায়ণের চেষ্টা করব।'

লোকসভা নির্বাচনের সময়ে জেলেই থাকবেন কেজরিওয়াল

সুপ্রিম কোর্টেও মিলল না স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গেলেও জেলেই থাকবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেও মিলল না স্বস্তি। সোমবার তাঁর মামলার শুনানির পরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জামিন মঞ্জুর করেনি শীর্ষ আদালত। আপাতত ইডির কাছে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২৯ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে পরবর্তী শুনানি হবে ২৯ এপ্রিল বা তার পরে। শুনানির আগে অবশ্য এই গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে ইডির কাছে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৪ এপ্রিলের মধ্যে শীর্ষ আদালতের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজতেই থাকতে হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে।

সোমবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে ওঠে কেজরির মামলা। সওয়াল করার সময় কেজরির পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি আদালতে বলেন, 'আগামী শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আর্জি জানাচ্ছি। ইডির গ্রেপ্তারির ছিল নির্বাচনী প্রচার থেকে কেজরিওয়ালকে দূরে রাখার জন্য।' তবে বিচারপতি খান্নার বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, এত তাড়াতাড়ি মামলার তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। গত ২১ মার্চ ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন আপ সুপ্রিমো। তার পর ইডি হেপাজত থেকে তাঁকে পাঠানো হয় তিহার জেলে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

পুজো দিয়ে ফেরার পথে আগুনে পুড়ে মৃত শিশু-সহ একই পরিবারের ৭

জয়পুর, ১৫ এপ্রিল: মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৭ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ২ শিশু ও ৩ মহিলা। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের সিকার জেলায়।

জানা গিয়েছে, মৃতরা উত্তরপ্রদেশের মীরাটের বাসিন্দা। রাজস্থানের সালাসার বালাজি মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রের খবর, হাইওয়েতে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল গাড়িটি। পথে একটি ট্রাককে ওভারটেক করার সময় উলটো দিক থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে এড়াতে চেষ্টা করেন চালক। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে গাড়িটির। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় গাড়িটিতে। যার জেরে পুড়ে মৃত্যু হয় একই পরিবারের ৭ সদস্যের।

স্থানীয়দের তরফে জানা গিয়েছে, চোখের সামনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেখে গাড়ির আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন অনেকেই। তবে আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটির পাশে যাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে গাড়ির দরজা আটকে যাওয়ায় ভেতর থেকে দরজা খুলতে পারছিলেন না সওয়ারিরা। গাড়ির ভেতর থেকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলেন তাঁরা। স্থানীয়দের তরফে সাহায্যের চেষ্টা করা হলেও গাড়ির পাশে যেতে পারেননি কেউই। দমকলের ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই পুড়ে মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা সব যাত্রীর।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পর থেকে পলাতক ট্রাকের চালক ও খালাসি। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটি আশুতোষ গোয়েল নামে এক ব্যক্তির। বছর দেড়েক আগে গাড়িটি বিক্রি করেছিলেন তিনি।

সিরিয়ায় ইরানের দূতাবাসে হামলা ছাড়া উপায় ছিল না, সাফ জানাল ইরান

তেহরান, ১৫ এপ্রিল: আর কোনও উপায় ছিল না। বাধ্য হয়েই ইজরায়েলের উপর হামলা চালানো হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের আপৎকালীন বৈঠকে এই কথা সাফ জানিয়ে দিল ইরান। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যর্থ বলে তোপ দেগেছে তারা। তবে ইরানের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারাও মোটেই যুদ্ধের পক্ষপাতী নয়।

গত অক্টোবর থেকে ইজরায়েলের হামাস বিরোধী অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই তেল আভিভের সঙ্গে তেহরানের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে গত ১ এপ্রিল সিরিয়ায় ইরানের দূতাবাসে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। দুই ইরানি সেনাকর্তা-সহ মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয় এই হামলায়। এই হামলার নেপথ্যে ইজরায়েলের দিকেই আঙুল তুলেছিল ইরান। লাগাতার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর শনিবার ইজরায়েল লক্ষ্য করে মিসাইল ছোঁড়ে তারা।

এই হামলার পরেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তড়িঘড়ি আপৎকালীন বৈঠক ডাকে রাষ্ট্রসংঘ। সেই বৈঠকেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয় ইরান। রাষ্ট্রসংঘে সেদেশের প্রতিনিধি আমির সইদ ইরাভানি বলেন, স্বাভাবিকভাবেই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে ইরানের। আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না। ইজরায়েলকে জবাব দিতেই হত। তবে আমাদের দেশ মোটেও যুদ্ধ চায় না। তবে কোনওভাবে আগ্রাসনের শিকার হলে অবশ্যই জবাব দেব।এখানেই না থেমে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকেও ব্যর্থ বলে তোপ দেগেছে ইরান। এদিনের বৈঠকে ইরাভানি বলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্বে ফেল করেছে নিরাপত্তা পরিষদ। তাদের উচিত, শান্তিভঙ্গের জন্য যারা দায়ী সেই নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করা। গাজার গণহত্যা বন্ধ করতেও দ্রুত পদক্ষেপ করা দরকার। উল্লেখ্য, রবিবার রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস সাফ জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্য ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত। আরও একটা যুদ্ধ সহ্য করতে পারবে না বিশ্ব।

ইরানের হাতে 'বন্দি' ভারতীয় উদ্ধারে তৎপর নয়াদিল্লি

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে এস জয়শংকরের

তেহরান, ১৫ এপ্রিল: ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধের আবহ কিছুটা থিতিয়েছে। রবিবার ইরানের সেনাপ্রধানের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট, আপাতত সংঘর্ষে দাঁড়ি পড়েছে। আর তার পরই ইরানের হাতে 'বন্দি' ভারতীয় নাবিকদের উদ্ধারে তৎপর হয়েছে নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী হোসেন আমির আবদোল্লাহিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছেন এস জয়শংকর। আশ্বাসও মিলেছে বলে দাবি তাঁর। ওই ১৭ নাবিকের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের দেখা করতে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, ওই নাবিকদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে বিদেশমন্ত্রক। নিরাপদে তাঁদের পরিবারের কাছে ফেরানো হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে দুদেশের মধ্যে যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল শনিবার থেকে। সেই পরিস্থিতিতে গত ১৩ তারিখ, শনিবার হরমুজ প্রণালীতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি ইজরায়েলি জাহাজকে আটক করে ইরানের বিশেষ বাহিনী 'রেভোলিউশনারি গার্ডস অ্যারোস্পেস ফোর্স'। ওই জাহাজের ২৫ জন নাবিকের মধ্যে ১৭ জনই ভারতীয়। তাঁরা ইরানের বিশেষ বাহিনীর হাতে 'বন্দি' হন। জানা গিয়েছে, ইরানের বিশেষ বাহিনী ভারতগামী এমএসসি অ্যারিস নামে পণ্যবাহী জাহাজটির দখল নেয়। তবে জাহাজের সমস্ত কর্মীর নিরাপদ মুক্তির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

শনিবার রাত থেকে রবিবার প্রায় দুপুর পর্যন্ত পুরোদমে ইজরায়েলের উপর ইরান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে সাময়িক বিরতি নিয়েছে। আর তার পরই ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে কথাবার্তা শুরু করেছে নয়াদিল্লি। ইজরায়েলি জাহাজ এমএসসি অ্যারিস থেকে ভারতীয় নাবিকদের মুক্তি দেওয়া নিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। সোশাল মিডিয়ায় সেই সংক্রান্ত খবরাখবর জানিয়েছেন তিনি। তা থেকে জানা গিয়েছে, ওই জাহাজে 'বন্দি' ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে কূটনীতিকদের দেখা করার অনুমতি দেবে তেহরান।

সংবিধান বদলের চেষ্টা হলে চোখ উপড়ে নেবে দেশের জনতা

হুমকি লালুর

পাটনা, ১৫ এপ্রিল: ৪০০ পারের লক্ষ্য নিয়ে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে লড়াইয়ে নেমেছে গেরুয়া শিবির। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি নেতাদের মুখে উঠে এসেছে সংবিধান বদলের কথা। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই এবার কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বিজেপি সংবিধান বদলের চেষ্টা চালালে দেশের জনতা ওদের চোখ উপড়ে নেবে।

সোমবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে লালু প্রসাদ যাদব বলেন, 'আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রীতিমতো ভয়ে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি-সহ বিজেপি নেতারা। ওঁরা বুঝতে পারছেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ওঁদের হার হতে চলেছে। যার ফলেই ৪০০ পারের দাবি তুলছে বিজেপি। বিপুল ভোট চেয়ে মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যাতে সংবিধান বদল করতে পারে।' এরপরই অতীত স্মরণ করিয়ে লালু বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির মনে থাকবে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত দেশে সংরক্ষণ নীতি নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করার দাবি করেছিলেন। সেই সময়ে দেশের জনতা বিজেপিকে ভোটের বাক্সে জবাব দিয়েছিল। এবারও সেই একই হাল হবে বিজেপির।'

এরপরই সংবিধান বদল প্রসঙ্গে তোপ দেগে লালু বলেন, 'এটা বাবা সাহেব আম্বেদকরের তৈরি সংবিধান। কোনও আতিপাতি বাবার বানানো নয়। খবরদার, যদি এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে জনতা ছেড়ে কথা বলবে না। দেশের জনতা ওদের চোখ উপড়ে নেবে। ওঁরা চাইছে সংবিধান বদলে দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিতে।' পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী কেন সেই নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না যারা সংবিধান বদলের কথা বলছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে সংবিধান বদলের কথা প্রথম শোনা গিয়েছিল বিজেপি নেতা অনন্ত হেগড়ের মুখে। তিনি বলেছিলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধনের জন্য, সংসদের উভয় কক্ষে বিজেপির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে। তাই বিজেপিকে বিপুল ভোটে জেতানোর আর্জি জানান হেগড়ে। এরপর সেই একই কথা শোনা যায় রাজস্থানের বিজেপি প্রার্থী জ্যোতি মৃধার মুখে। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থে আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেটার জন্য সাংবিধানিক পরিবর্তনও দরকার। এর জন্য এটি লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার। লোকসভায় বিজেপির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু এতদিন রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এবার তৃতীয়বারের মতো লোকসভায় শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে এনডিএকে। যদিও এই সংবিধান বদলের সম্ভাবনার কথা খারিজ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, দেশের সংবিধান বদলের ক্ষমতা কারও নেই।

নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে মৃত ২, আহত অন্তত ১৭

লখনউ, ১৫ এপ্রিল: যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে নির্মীয়মাণ বিল্ডিং ভেঙে মৃত্যু হল ২ জনের। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। রবিবার রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরপুরে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে মুজফ্ফরপুরের ওই নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। তখনই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বহুতলটি। বিপদ বুঝতে পেরে পালানোর চেষ্টা করেন শ্রমিকরা। তবে তার আগেই শ্রমিকদের গায়ের উপর আছড়ে পড়ে বহুতলটি। চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ জনের। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বিভাগ। রাতভর উদ্ধারকাজ চলার পর উদ্ধার করা হয় দুই শ্রমিকের মৃতদেহ। পাশাপাশি ১৭ জন শ্রমিককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় জেলা হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। পাশাপাশি এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। এদিকে দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রাশিয়ার দখলে থাকা জাপোরিজিয়া অঞ্চলে অগ্নিবর্ষণ ইউক্রেনের, মৃত ১৬

মস্কো, ১৫ এপ্রিল: পরপর বোমাবর্ষণ, হানাহানি, রক্তপাত সব কিছুই অব্যাহত। দু'বছর পেরিয়ে গেলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের চিত্রটা খুব একটা পালটায়নি। গত কয়েকমাসে ইউক্রেনে হামলার সংখ্যা বাড়িয়েছে মস্কো। পালটা মার দিচ্ছে কিয়েভও। দক্ষিণ ইউক্রেনের রুশ দখলীকৃত জাপোরিজিয়া অঞ্চলে অগ্নিবর্ষণ করে ইউক্রেনীয় ফৌজ। এই হামলায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন। রবিবার এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছেন এক রুশ আধিকারিক।

জানা গিয়েছে, গত ১২ এপ্রিল, শুক্রবার রাতে জাপোরিজিয়া অঞ্চলের একটি শহরে পরপর আছড়ে পড়ে ইউক্রেনীয় বাহিনীর গোলা। কিয়েভের এই শক্তিশালী হামলায় নিহত হন অন্তত ১৬ জন। আহত হয়েছেন ২০ জন। যাঁদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সকলের। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। রবিবার গোটা বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন জাপোরিজিয়ার এক স্থানীয় রুশ আধিকারিক ইয়েভজেনি বালিটস্কি। যদিও এই হামলার বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি ইউক্রেন। ২০২২ সালে সামরিক অভিযান শুরু করার পর ইউক্রেনের কয়েকটি অঞ্চলের দখল নিয়ে নেয় রুশবাহিনী। সেগুলোর মধ্যে এই জাপোরিজিয়া অন্যতম। তবে এই অঞ্চলের পুরোপুরী দখল নিতে পারেনি মস্কো।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে ইউক্রেনের বন্দরনগরী ওডেসায় আঘাত হেনেছিল রাশিয়া। রুশ বাহিনীর ড্রোন হামলায় ধূলিসাৎ হয়ে যায় একটি বহুতল। প্রাণ হারায় কমপক্ষে ৮ জন। মৃতদের মধ্যে ছিল দুটি শিশুও। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমির জেলেনস্কি। এই প্রাণহানির জন্য তিনি দুষেছিলেন অস্ত্র সরবরাহের বিলম্ব হওয়াকে। ক্ষোভ উগরে তিনি জানিয়েছিলেন, সঠিক সময়ে অস্ত্র পেলে এই হামলা ঠেকানো যেত। হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যোগ্য জবাব দেওয়ার।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এমসি/এস/১৩৭/সিএএমসি/এইচওয়াইটি-১৪১, তারিখঃ ১২.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নামঃ** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য আরওএইচ ডিপো (বিওএক্সএন ডিপো) ইউডিএল-এ নির্মাতা এইচ ওয়াইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড-এর সিএনসি সারফেস হুইল লেদ (এসডব্লুএল-১৪১) -এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। **টেন্ডার মূল্যঃ** জিএসটি সমেত ১,৯১,৪৪,২০২.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থঃ** ২,৪৫,৭০০.০০ টাকা, **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৬০ মাস। **খোলার এবং বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ দেখা যাবে।
ASN-14/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ডিডিএস-জেটিএল-জিএমএএন-আরই, তারিখঃ ১২.০৪.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ডিডিএস-জেটিএল-জিএমএএন-আরই-র পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** এইচডব্লুএইচ ডিভিসনের এসবিজি লুপ লাইনের জেটিএল -জিএমএএন শাখায় ডবল ডিসট্যান্ট সিগন্যাল-এর ব্যবস্থা করার কাজ; **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১৬,৯০,৭৫,৯৪৫.২৩ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ৯,৯৫,৪০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা; **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতিঃ** দুই প্যাকেট; **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ২২.০৪.২০২৪। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০৪.২০২৪, দুপুর ১২টা ২২ মিনিটে; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০৫.২০২৪, বিকেল ৩টেয়। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্তই দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না।
HWH-19/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইজরায়েলের মারে নিহত হামাসের রাজনৈতিক প্রধানের তিন ছেলে

গাজা, ১৫ এপ্রিল: ছয়মাস পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রক্তক্ষয়ী সংঘাত থামার নাম নেই। গাজায় লাগাতার অগ্নিবর্ষণ করে চলেছে ইজরায়েলি ফৌজ। লক্ষ্য একটাই। হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জঙ্গিদের ঘাঁটি। ইজরায়েলে হামলা চালিয়ে গোটা আরব বিশ্বের সমর্থন আদায়ের যে 'ষড়যন্ত্র' হামাস করেছিল তাতে বিপাকে পড়তে হয়েছে তাদেরই। মুখে হাজারও গর্জন করলেও এখনও ইহুদি দেশটির বিরুদ্ধে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করেনি মুসলিম দেশগুলো। ইজরায়েলের মারে নিহত হয়েছে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহর তিন ছেলে। ফলে আরবের বিশ্বের কাছে আর কোনও আশা নেই হামাসের। এমনই আক্ষেপ প্রকাশ করেছে হানিয়েহর স্বামীহারা পুত্রবধূ।

প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসকে পুরোপুরি শেষ করতে হলে সবার আগে খতম করতে হবে মাথাদের। তাই এই মুহূর্তে তেল আভিভের 'হিটলিস্টে'রয়েছে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান হানিয়েহ। নিশানায় ছিল তার পুত্ররাও। কারণ ইজরায়েলের অভিযোগ, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত ছিল কুখ্যাত এই জঙ্গির সন্তানেরাও। গত বুধবার ইদের দিন ইজরায়েলি বাহিনীর ড্রোন হামলায় মৃত্যু হয় হানিয়েহর তিন ছেলে আমির, হাজিম ও মহম্মদের। প্রাণ হারায় তার তিন নাতি-নাতনিও। পরিবারের বাকি সদস্যদের ইদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য সকলেই গাড়ি করে বাড়ি যাচ্ছিল। তখনই আঘাত হানা হয় তাদের উপর। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ছিল হানিয়েহ সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিল, প্রতিশোধ ও খুনের উদ্দেশেই অপরাধী শত্রুরা কাজ করে। তারা কোনও আইন মানে না। নেতাদের পরিবারকে আক্রমণ করাতেই তারা বিশ্বাসী। এবার আরব বিশ্বকে নিশানা করে সুর চড়াল মৃত হাজিমের স্ত্রীও।

ভারতে ফুটবলের রঙ সবুজ-মেরুণ

প্রথম বার আইএসএল লিগ-শিল্ড মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলে ইতিহাস তৈরি করল মোহনবাগান। প্রতিযোগিতার দশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম লিগ-শিল্ড জিতল তারা। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মরণ-বাঁচন ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে দিল ২-১ গোলে। লিস্টন কোলাসো এবং জেসন কামিংস গোল করেন মোহনবাগানের হয়ে। মুম্বইয়ের একমাত্র গোল লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের। গত বছর আইএসএলের ট্রফি জিতলেও লিগ-শিল্ড কখনও জেতেনি তারা। সেই স্বপ্নও পূরণ হয়ে গেল আন্তোনিয়ো হাবাসের দলের। ২২ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ-শিল্ড শেষ করল তারা। এখনও তাদের সামনে আইএসএলের ট্রফি পেয়ে 'ডাবল' করারও সুযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, লিগ-শিল্ড জেতার ফলে পরের মরসুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর গ্রুপ পর্বে সরাসরি খেলার সুযোগও পেয়ে গেল মোহনবাগান।

ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য দেখিয়ে দাপট নিয়েই মুম্বইকে হারানো মোহনবাগান। এই ম্যাচে তাদের কাছে জয় ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। মোহনবাগানের খেলার মধ্যে আগাগোড়া সেই মনোভাবই লক্ষ করা গিয়েছে। দু'গোলে এগিয়ে গিয়েও তাদের মধ্যে কোনও রকম আত্মবিশ্বাস দেখা যায়নি। অন্য দিকে, মুম্বই হারল নিজেদের ভুলে। প্রথম থেকে সময় নষ্টের অন্য খেলায় মেতেছিল তারা। বল পায়ে এলেও যথেষ্ট আক্রমণ ছিল না। বোঝাই যাচ্ছিল, জয় নয়, ড্র করেই লিগ-শিল্ড জিততে যায় তারা। কিন্তু মরিয়া হয়ে থাকা মোহনবাগানের সামনে ড্র করার মনোভাব যে কতটা ক্ষতিকর তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন মুম্বই খেলোয়াড়েরা।

মোহনবাগানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হয়ে যায় ডাগআউটে হাবাস ফেরায়। হাবাস যে দলের কত বড় চালিকাশক্তি তা বলার অপেক্ষা রাখেন না। স্প্যানিশ কোচ অসুস্থতার কারণে সাইডলাইনের ধারে বেশি ক্ষণ দাঁড়াতে পারছিলেন, গিয়ে বার বার বসে পড়ছিলেন। তবু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততায় কোনও খামতি লক্ষ করা যায়নি। দরকারে রেফারির সঙ্গে যেমন তর্ক জুড়েছেন, তেমনই ফুটবলারদের মাথায় হাত দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়েছেন।

মোহনবাগান শুরুটা করে আক্রমণাত্মক ভাবেই। বিশ্বকাপার জেসন কামিংসকে প্রথম একাদশে না রেখে দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং আর্মান্দো সাদিকুকে দিয়ে শুরু করেছিলেন হাবাস। তিন ম্যাচ পর ডাগআউটে তিনি ফেরায় আগে থেকেই উদ্বুদ্ধ ছিলেন মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা। প্রথম থেকেই তাঁরা আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেন। খেলার দু'মিনিটের মধ্যে শুভাশিস বসুর পাস থেকে মনবীর সিংহ বল পেলেও গোল করতে পারেননি।

কিন্তু মুম্বইও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। কোচ পিটার ক্রাতকি ভালই জানতেন মোহনবাগানের দুই প্রধান অস্ত্র কারা। তাই পেত্রাতোস এবং জনি কাউকো বল পেলেই ঘেরাও হয়ে যাচ্ছিলেন। মুম্বই বরং অনেক বেশি শান্ত হয়ে খেলছিল। বল কেড়ে নিয়ে আক্রমণের রাস্তায় হাঁটছিল তারা। বল পেলেও কোনও রকম তাড়াহুড়ো নেই। মুম্বইয়ের আক্রমণ হচ্ছিল মূলত দুই প্রান্ত দিয়ে। বাঁ দিকে বিপিন সিংহ এবং ডান দিকে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে বার বার সমস্যায় ফেলছিলেন মোহনবাগানের রক্ষণকে। উল্টো দিকে, মুম্বইয়ের রক্ষণ ছিল জমাট। মোহনবাগানের একের পর এক আক্রমণ করলেও কোনওটাই দানা বাঁধছিল না।

২০ মিনিটে মোহনবাগানের কাছে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল। ডান দিকে বল পেয়ে অনিরুদ্ধ থাপা ক্রস ভাসিয়েছিলেন বাঁ দিকে একা দাঁড়িয়ে থাকা লিস্টনের উদ্দেশে। লিস্টন সেই বল হেড করলেও তা পোস্টে লেগে প্রতিহত হয়। ফিরতি বল উড়িয়ে দেন অভিষেক সূর্যবংশী। তবে সবুজ-মেরুনের একের পর এক আক্রমণ দেখে মনেই হচ্ছিল গোল সময়ের অপেক্ষা। সেটাই হল।

লিস্টন বার বারই বাঁ দিক থেকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। ২৭ মিনিটের মাথায় বক্সের একটু বাইরে বল পেয়ে পেত্রাতোস পাস দেন লিস্টনকে। তাঁর সামনে মুম্বইয়ের একাধিক ডিফেন্ডার ছিলেন। সামনে থাকা বিপিনকে প্রথমে বাঁ দিক, পর ক্ষণেই ডান দিকে গিয়ে মাটি ধরিয়ে বাঁকানো শট মারলেন লিস্টন। নিখুঁত কোণ দিয়ে বল জড়িয়ে গেল জালে। মুম্বই গোলকিপার ফুর্বা লাচেনপা ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি।

মোহনবাগানের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে কোনও কার্পণ্য করেননি সমর্থকেরা। মাঠ ভরিয়ে এসেছিলেন হাজার পঞ্চাশেক সমর্থক। লিস্টন গোল করতেই আবেগ বাঁধ মানল না। লিস্টন নিজেও সাইডলাইন টপকে সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস করতে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু বাকি ফুটবলারেরা। গোল হজম করে মুম্বইয়ের মন ফিরেছিল খেলায়। এত ক্ষণ তাঁদের মধ্যে সময় নষ্টের একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। ফাউল বা কর্নার নেওয়ার সময় অহেতুক অনেক সময় নষ্ট করছিলেন মুম্বইয়ের খেলোয়াড়েরা। কিন্তু গোল খেয়ে তাদের আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ল। সেই ঝাঁজেই বিরতির এক মিনিটের আগে গোল খেয়ে যেতে পারত মোহনবাগান। ছাংতে বল পেয়ে ডান দিকে জর্জে পেরেরা দিয়াসকে পাস দিয়েছিলেন। পেরেরা পাল্টা পাস দেন ছাংতেকে। সামনে ফাঁকা গোল। বলে পা ঠেকালেই চলত। কিন্তু আগেই পিছলে যাওয়ায় সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেন না ছাংতে।

দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের আক্রমণের গতি একটু কমে গেল। যে গতিতে তারা প্রথমার্ধে খেলেছিল তা ধরে রাখতে পারছিল না। ফলে মুম্বইয়ের আক্রমণ অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু দলে এত প্রতিভাবান ফুটবলারেরা থাকা সত্ত্বেও মুম্বই কোনও ভাবেই মোহনবাগানের ধারেকাছে যেতে পারছিল না। দুই দলের মধ্যে লড়াই হচ্ছিল মাঝমাঠেই। রক্ষণ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অভিষেকের জায়গায় দীপক টাংরিকে নামিয়ে দেন হাবাস। এর পর সাদিকু এবং কাউকোকে তুলে নামান কামিংস এবং ব্রেন্ডন হ্যামিলকে।

মুম্বই তবু একের পর এক চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সব প্রতিরোধ শেষ হয়ে যায় ৮০ মিনিটে। নিজেদের অর্ধে বল পেয়ে কামিংস পাস দিয়েছিলেন বাঁ দিকে থাকা পেত্রাতোসকে। সেই বল ধরে পেত্রাতোস আবার পাস দেন উল্টো দিকে ছুটতে থাকা কামিংসকে। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপারের প্রথম বার ঠিক মতো বল ধরতে পারেননি। কিন্তু ধারেকাছে মুম্বইয়ের কোনও ফুটবলার না থাকার ফায়দা তোলেন। ঠান্ডা মাথায় লাচেনপার পাশ দিয়ে বল জালে জড়িয়ে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল করেন।

কিন্তু খেলা তখনও শেষ হয়ে যায়নি। দু'গোল হজম করেও লড়াই ছাড়েনি মুম্বই। মোহনবাগানের মনঃসংযোগের সামান্য ভুলে ৮৯ মিনিটে গোল করেন ছাংতে। এ বারের আইএসএলে শেষ মুহূর্তে গোল করে অনেক পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে মুম্বইয়ের। গ্যালারির ৬১ হাজার দর্শক আচমকাই নিস্তব্ধ। এখানেও সে রকম কিছু দেখা যাবে না তো। ম্যাচের শেষ দিকে দু'দলের খেলোয়াড়েরাই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। লাল কার্ড দেখলেন হ্যামিল। দশ জনে হয়ে যাওয়ায় রক্তচাপ আরও বেড়ে গিয়েছিল মোহন-সমর্থকদের। পরের দিকে ঝামেলার কারণে কামিংস এবং লাচেনপাকেও হলুদ কার্ড দেখানো হল। কিন্তু ম্যাচে আর ফিরতে পারল না মুম্বই। ঘরের মাঠে লিগ-শিল্ড জিতেই ইতিহাস তৈরি করল মোহনবাগান।

কার্তিকের ৮৩ রানের ঝড়েও হার কোহলিদের, আইপিএলে রেকর্ড রান তুলে জয় হায়দরাবাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে আবার হারল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সোমবার বেঙ্গালুরুর ২২ গজেই হারতে হল বিরাট কোহলিদের। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তোলা রেকর্ড ২৮৭ রানের জবাবে বেঙ্গালুরুর ইনিংস শেষ হল ৭ উইকেটে ২৬২ রানে রানে। ২৫ রানে জিতল হায়দরাবাদ। এই নিয়ে আইপিএলের সাতটি ম্যাচ খেলে ছ'টিতেই হারল বেঙ্গালুরু। দীনেশ কার্তিকের লড়াইও বেঙ্গালুরুর হার বাঁচাতে পারল না। অন্য দিকে, ছ'টি ম্যাচ খেলে চারটিতে জয় পেল হায়দরাবাদ।

এ দিন টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ফ্যাফ ডুপ্লেসি। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ দারুণ ভাবে কাজে লাগালেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটারেরা। ট্র্যাভিস হেড, হেনরিক ক্লাসেনদের দাপুটে ব্যাটিংয়ের সুবাদে হায়দরাবাদ করল ৩ উইকেটে ২৮৭ রান। আইপিএলের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস। ১৯ দিনের মাথায় নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভাঙল হায়দরাবাদ। গত ২৭ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে ২৭৭ রান করেছিল প্যাট কামিন্সের দল।

বেঙ্গালুরুর ২২ গজে আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন হায়দরাবাদের দুই ওপেনার। অভিষেক শর্মা ২২ বলে ৩৪ রান করে আউট হয়ে যান। তিনি মারেন ২টি করে চার এবং ছয়। উইকেটের অন্য প্রান্তে লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন হেড। গত এক দিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়ক অসি ব্যাটার শতরান পূর্ণ করলেন ৩৯ বলে। শেষ পর্যন্ত ৯টি চার এবং ৮টি ছয়ের সাহায্যে তিনি করলেন ৪১ বলে ১০২ রান। তিন নম্বরে নামা ক্লাসেনও রেয়াত করলেন না প্রতিপক্ষ বোলারদের। তাঁর ৩১ বলে ৬৭ রানের ইনিংসে রয়েছে ২টি চার এবং ৭টি ছক্কা।

'প্ল্যান বি-তে যেতে না চাওয়া' পান্ডিয়ার গুণগান শোনার অপেক্ষায় পোলার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: হার্দিক পান্ডিয়া যখন আবার 'সেরা অবস্থানে' ফিরবেন, তখন সবাই তাঁর জয়গান গাইবেন, আর তিনি বসে বসে তা উপভোগ করবেন। এমন আশা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ব্যাটিং কোচ কাইরন পোলার্ডের।

মুম্বাইয়ের নতুন অধিনায়ক পান্ডিয়ার সময়টা যে সুবিধার যাচ্ছে না, তা এখন জানা কথাই। সর্বশেষ গতকাল রাতে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে ২০ রানে হেরেছে পান্ডিয়ার দল। শেষ ওভার করতে এসে ২৬ রান গুনেছেন পান্ডিয়া, পরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ বলে ২ রান করে আউট হয়েছেন। যাঁকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুম্বাইয়ের, সেই রোহিত শর্মার অপরাজিত ১০৫ রানের ইনিংসও যথেষ্ট হয়নি আইপিএলের ইতিহাসে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জেতা দলটির। অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়ার সমালোচনাও কম হচ্ছে না। ম্যাচের মাঝপথেই গতকাল সুনীল গাভাস্কার বলেছেন, 'অনেক দিন পর এত বাজে ডেথ বোলিং দেখলাম। সাদামাটা বোলিং, সাদামাটা অধিনায়কত্ব। চেন্নাইকে ১৮৫ রানের মধ্যে আটকে রাখা উচিত ছিল।' ৩৮ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলা শিবম দুবে ব্যাটিংয়ের সময় কোনো স্পিনারকে আনেননি পান্ডিয়া। তা নিয়েও সমালোচনা হচ্ছে। স্টার স্পোর্টসে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন পান্ডিয়ার অধিনায়কত্ব নিয়ে বলেছেন, 'আমি এমন একজন অধিনায়ককে দেখেছি, যার পাঁচ ঘণ্টা আগে টিম মিটিং থেকে পাওয়া প্ল্যান এ ছিল। এমন একজন অধিনায়ককে দেখেছি, যে প্ল্যান বি-তে যেতে চায়নি, যখন তার প্ল্যান বি-তে যাওয়া উচিত ছিল।

আইপিএল ম্যাচের দিন ছবি ও ভিডিও পোস্টে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘটনাটি গত সপ্তাহের। ভারতের সাবেক সেই ব্যাটসম্যানের নাম প্রকাশ করেনি সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। তিনি এবার আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন।

সংবাদমাধ্যমটি এটুকু জানিয়েছে, আইপিএলে এক ম্যাচে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সেই সাবেক ব্যাটসম্যান নিজের একটি ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন। এরপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক অফিশিয়াল তাঁকে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে মুছে ফেলতে বলেন।

ধারাভাষ্যকারেরা আইপিএলে ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামের কোনো অংশের ছবি যেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট না করেন, সেটি নিশ্চিত করাই বিসিসিআইয়ের সেই অফিশিয়ালের দায়িত্ব।

তবে ব্যাপারটা সহজে রফা হয়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ অনুসারী রয়েছে সেই ধারাভাষ্যকারের। তিনি শুরুতে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানান। বিসিসিআই অফিশিয়ালের তরফ থেকে একাধিকবার অনুরোধের পর রাজি হন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের সম্প্রচার স্বত্ব যাদের, তারা আইপিএলে ম্যাচের দিন ধারাভাষ্যকারদের স্টেডিয়ামের ছবি এবং ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করাটা ভালো চোখে দেখছে না। আর গত সপ্তাহের ঘটনাটি সাম্প্রতিকতম।

কোনো ব্যক্তি বা দল ম্যাচের দিনের ছবি কিংবা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে যেন অনুসারীর সংখ্যা বাড়াতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে চায় বিসিসিআই ও আইপিএল সম্প্রচার, স্বত্বের আধিকারিকেরা। বিসিসিআই এ বিষয়ে পদক্ষেপও নিয়েছে। আইপিএলে ধারাভাষ্যকার, খেলোয়াড়, মালিকপক্ষ এবং প্রতিটি দলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কনটেন্ট টিমকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলে দিয়েছে, এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে পরিণতি মেনে নিতে হবে।

আইপিএলে একজন ধারাভাষ্যকারের ভেন্যুর ইনস্টাগ্রাম লাইভ পোস্টে ভিউ ১০ লাখ ছুঁয়েছে। নিজেদের খেলা ম্যাচের লাইভ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করায় আইপিএলের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে ৯ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে। আইপিএলে 'লাইভ ম্যাচ' এবং 'ভেন্যু' (ফিল্ড অব প্লে) নিয়ে কনটেন্টের একচ্ছত্র অধিকার শুধু টুর্নামেন্টের সম্প্রচার,স্বত্বের দুই স্বত্বাধিকারীর;টিভির জন্য স্টার ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য ভায়াকম ১৮। তবে আইপিএলে অংশ নেওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোকে কিছু ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। দলগুলোকে বলা হয়েছে, ম্যাচের ভিডিও কিংবা ফুটেজ যেন সরাসরি তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডলে পোস্ট না করা হয়। তবে ম্যাচের অল্প কিছুসংখ্যক ছবি তারা পোস্ট করতে পারবে।

বিসিসিআই এবং আইপিএলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডলে যা কিছু পোস্ট করা হয়, সেসব রিপোস্ট করতে পারবে দলগুলো, খেলোয়াড় এবং ধারাভাষ্যকারেরা।

বিসিসিআইয়ের এক অফিশিয়াল এ নিয়ে বলেছেন, 'আইপিএলের স্বত্বের জন্য সম্প্রচারকেরা প্রচুর টাকা দিয়েছেন। ধারাভাষ্যকারেরা তাই ম্যাচের দিনের ছবি কিংবা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে পারেন না। ধারাভাষ্যকারেরা ভেন্যুর ছবি পোস্ট করার পাশাপাশি ইনস্টাগ্রাম লাইভ করার একাধিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। একটি ভিডিওর ভিউ হয়েছে ১০ লাখ।

'ধোনি ও ওয়াংখেড়ের প্রেমের গল্পটাই আলাদা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিসিসিআইয়ের অফিশিয়াল আইডি থেকে ছবিগুলো পোস্ট করা হয়েছিল এ ম্যাচের আগের দিন। মহেন্দ্র সিং ধোনি ছুঁয়ে দেখছেন ২০১১ সালে জেতা বিশ্বকাপ ট্রফিটা। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ওয়াংখেড়েতে, সেখানেই রাখা আছে সেটি। ১৩ বছর আগের এক এপ্রিলে নুয়ান কুলাসেকেরাকে ছক্কা মেরে ভারতের ২৮ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়েছিলেন ধোনি। আরেক এপ্রিলে ধোনি আরেকবার ফিরলেন সেই ওয়াংখেড়েতে। ম্যাচের আগেই চেন্নাই কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং বলেছিলেন, প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠেও ধোনি যেভাবে সমর্থন পাচ্ছেন;সেটি অসাধারণ। গতকাল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ঘরের মাঠে ধোনি যখন ব্যাট হাতে নামেন, চেন্নাইয়ের ইনিংসে বাকি ৪ বল। স্কোর ১৮৫/৩। ম্যাচ শেষে চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় নিজেই বলেছেন, তাদের লক্ষ্য ছিল ২১৫ থেকে ২২০ রানের মতো। যশপ্রীত বুমরার ডেথ ওভারের বোলিংয়ে সে লক্ষ্য থেকে তখনো বেশ খানিকটা পিছিয়ে চেন্নাই।

ধোনি নামলেন, রাতের সবচেয়ে বড় গর্জনটা যেন শোনা গেল তখন। যেমন শোনা গিয়েছিল ২০১১ সালের এপ্রিলে কুলাসেকেরাকে মারা ওই ছক্কার পর।

পান্ডিয়ার বলে ধোনির পরের ৪ বলের স্কোরিং শট এমন;৬, ৬, ৬, ২। এক লাফে চেন্নাই ২০৬ রানে। ইনিংসের পরই পান্ডিয়াকে স্টার স্পোর্টসে ধুয়ে দিলেন সুনীল গাভাস্কার, 'অনেক দিন পর এত বাজে ডেথ বোলিং দেখলাম। সাদামাটা বোলিং, সাদামাটা অধিনায়কত্ব। চেন্নাইকে ১৮৫ রানের মধ্যে আটকে রাখা উচিত ছিল।'

সেটি মুম্বাই পারেনি ৪২ বছর বয়সী ধোনির কারণেই। শেষ ৪ বলে ধোনি তুলেছেন ২০ রান, চেন্নাই ম্যাচটি জিতেছে ঠিক ওই ব্যবধানেই। ম্যাচ শেষে গায়কোয়াড় বললেন, পার্থক্য গড়ে দিয়েছে শেষের ঝড়টিই, 'আমাদের ততরুণদ উইকেটকিপার নিচের দিকে তিনটি ছক্কা মেরে অনেক সহায়তা করেছে। আমার মনে হয় সেটিই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ম্যাচের শুরুতে আপনি এমন মাঠে ১০-১৫ রান অতিরিক্ত চাইবেন।'

অবশ্য লক্ষ্যটা বড় হলেও নাগালের বাইরে ছিল না মুম্বাইয়ের, অধিনায়ক পান্ডিয়া মনে করেন এমন। সেটি না হওয়ার পেছনে তিনি কারণ হিসেবে দেখেন চেন্নাইয়ের 'স্মার্ট' পরিকল্পনাকে;তাদের বোলাররা দীর্ঘ বাউন্ডারির দিকে মারতে মুম্বাই ব্যাটারদের বাধ্য করেছে। পান্ডিয়া এরপর বলেছেন আরেকটি 'কারণ', 'স্টাম্পের পেছনে তাদের এক লোক আছে, যিনি বলে দিচ্ছিলেন কী কাজে দিচ্ছে এখানে। বল একটু উইকেটে ধরছিল এবং তারা এতেই ম্যাচে একটু এগিয়ে গেছে।'

টানা তিন হারের পর দুটি জয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল মুম্বাই। চেন্নাইয়ের সামনে পড়ে আটকে যেতে হলো তাদের। ধোনিদের এ জয়ের সেরা খেলোয়াড় মাতিশা পাতিরানা, 'চেন্নাইয়ের মালিঙ্গা' ছিলেন দুর্দান্ত। শার্দুল ঠাকুরের মতে, তরুণ লঙ্কান পেসার ছিলেন 'জাদুকরি'।

তবে ওয়াংখেড়ের দর্শকদের তাতে বয়েই গেছে। তারা যে লক্ষ্যে এসেছিল, তা তো পূরণ হয়ে গেছে প্রথম ইনিংসের শেষ ৪ বলেই। ৪২ বছরের 'তরুণ' উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান যে রাতে ফিরিয়ে এনেছিলেন ১৩ বছর আগের স্মৃতি।

ভারত নারী দলের ক্রিকেটার জেমিমা রদ্রিগজ যেমন এক্সে পোস্ট করে বলেছেন, 'মহেন্দ্র সিং ধোনি ও ওয়াংখেড়ে;এ প্রেমের গল্পটাই আলাদা!'

মেসির ছেলের এক ম্যাচে ৫ গোল, ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন মেসি, আর্জেন্টিনার তরুণ প্রতিভাবান প্রায় সব ফুটবলারকে নিয়েই বলা হয় শব্দযুগল। কিন্তু ব্রাজিলের উঠতি তারকা এস্তেভাও উইলিয়ানকে সেখানে আদর করে মানুষ ডাকতে শুরু করেছে মেসিনিও বা ছোট মেসি বলে। ব্রাজিলের ১৬ বছর বয়সী কিশোরের খেলার ধরন নাকি একদমই মেসির মতো। এ কারণেই তাকে এ নামে ডাকা!

তবে এবার 'আসল ছোট মেসি'কেই বুঝি পেয়ে গেছে ফুটবল বিশ্ব। সেই আসল ছোট মেসি আর কেউ নয়, লিওনেল মেসির মেজ ছেলে মাতেও।

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন মেসি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর তিন ছেলে থিয়াগো, মাতেও আর চিরোও ক্লাবটির একাডেমিতে নাম লিখিয়েছে।

ইন্টার মায়ামির বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলছে তারা। ইন্টার মায়ামির বয়সভিত্তিক দলের সে রকমই এক ম্যাচে মাতেও পুরো ফুটবল বিশ্বেরই নজর কেড়েছে।

মায়ামির অনূর্ধ্ব,৯ দলের হয়ে খেলা সেই ম্যাচে মাতেও একাই করেছে ৫ গোল।

সেই ম্যাচে মাতেওর খেলার ভিডিও দেখে যে কেউ হয়তো বলবে;এ তো দেখি একদম মেসির মতো! মেসির ট্রেডমার্ক ফ্রি,কিকের মতো ফ্রি,কিক থেকেও একটি গোল করেছে মাতেও। বক্সের বাইরে থেকে বাঁকানো সেই ফ্রি,কিকের গোল দেখে মুগ্ধ হবেন যে কেউ।

একটি গোলের পর তো বাবার বিখ্যাত উদ্‌যাপনও করেছে মাতেও। গোল করে সে অনেকটা দৌড়ে গিয়ে গ্যালারির দিকে ছুড়ে দিয়েছে উড়ন্ত চুমো। মেসির সঙ্গে মাতেওর অমিল হয়তো একটিই; মেসি বাঁ পায়ের খেলোয়াড় আর মাতেও ডান পায়ের। ফ্রিক,কিকসহ ৫টি গোলই মাতেও করেছে ডান পায়ে।

মেসির ছেলেদের ফুটবল মাঠের কীর্তির জন্য ভাইরাল হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এর আগে ১১ বছর বয়সী থিয়াগো মাঠে তার ফুটবল দক্ষতা দেখিয়ে ভাইরাল হয়েছে। এ মাসের শুরুর দিকে ইন্টার ইন্টারন্যাশনাল কাপে দুর্দান্ত এক গোল করে মায়ামির অনূর্ধ্ব,১২ দলকে শিরোপা জিতিয়েছে সে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**